ভ্রান্তি বিলাস

যুথিকা বড়ুয়া

(এক)

ক'দিন যাবৎ ঠান্ডা আবহাওয়া। ভোরের দিকে তাপমাত্রাটা আরো বেড়ে যায়। হাত-পা কুঁকড়ে আসে। কাঁথা-কম্বল গায়ে দিতে হয়। তখন আর হুঁশ-জ্ঞান থাকে না শ্বাসতীর। কুম্ভকর্ণের মতো নিদ্রাদেবীর বাহুমন্ডলে বিভোর হয়ে অচৈতন্যে ডুবে থাকে।

আজও প্রচন্ড শীততাপ নিয়ন্ত্রণে ভরে গিয়েছে সারাঘর। অথচ সকাল হয়ে গেছে সেই কখন। আটটা বাজে। দিগন্ত বাহী প্রভাতরবির উজ্জ্বল রক্তিমাভা জানালার পর্দা ভেদ করে এসে পড়েছে শ্বাসতীর মুখের ওপর। ভ্রুক্ষেপই নেই ওর! দিব্যি নাক ডেকে পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছে। সহসা ঘুম ভাঙ্গাবে বলে মনে হয় না। ডাকাডাকিও করা যাবে না। অবস্থাপন্ন বাপের একমাত্র আদরণীয়া কন্যা। বড্ড সেন্সেটিভ, অভিমানী। আর্লি-মর্নিং-এ ঘুম থেকে ওঠার ওর অভ্যাস নেই।

কাঁচা ঘুম ভাঙ্গিয়ে দিলে, চটে গিয়ে এক্ষুণি ছ্যাঁন্ ছ্যাঁন্ করে উঠবে। সাত-সকালেই বাঁধিয়ে দেবে কুরুক্ষেত্র। চাইবে রাজরানীর মতো হাজারটা কৈফেয়ৎ। করতে হবে জবাবদিহী। এসব মোটেই সহ্য হয় না আদিত্যর। কোন্ ভূত যে মাথায় চেপেছিল, একমাত্র পূজ্য মাতা-পিতার আদেশ রক্ষার্থেই ঢাক ঢোল পিটিয়ে দেখতে গিয়েছিল সৌন্দর্য্যের পারিজাত শ্বাসতীকে। আর প্রথম দর্শণেই ও' বিস্ময়ে অভিভূত, বিমুগ্ধ, বিমোহিত! সে একবারে অক্টোপাসের মতো আস্টে-পিষ্ঠে প্রেমজালে ফেঁসে গিয়েছিল।

অথচ সেদিন একবারও মনে হয় নি, ম্যাডাম ভাজা মাছটিও উল্টে খেতে জানেন না! হুঁমঃ, ন্যাকা! এবার সামলাও ঠেলা, দাও তার খ্যাশারত! খাও ওর রূপ ধুয়ে ধুয়ে জল! ঘর-গৃহস্থের এ্যায়োস্ত্রী লোক এতক্ষণ পর্যন্ত বিছানায় শুয়ে থাকে কেউ! ও' জানে না, আদিত্যকে শনিবারেও অফিস যেতে হয়! ওকে চা-জল-খাবার তৈরী করে দিতে হয়! ওকি শুধু মুখে বেরিয়ে যাবে! সারাদিন উপবাস থাকবে! সে চিন্তা ওর আছে! ওর এতটুকু কমনসেন্স নেই! এওকি শিখিয়ে দিতে হবে! বাড়ির বৌ কি শুধু আদর-মহব্বতের জন্য, সোহাগ করার জন্য! রাবিশ!

কিন্তু এসব কথা আদিত্য বলবে কাকে! দোষইবা দেবে কাকে! আদিক্ষ্যেতার মতো নিজেই তো মাথার মুকুট করে রেখেছে শ্বাসতীকে। বসিয়েছে রাজসিংহাসনে। থাকে গভর্নমেন্ট কলোনীতে। জীবনকে ইচ্ছে মতো ভোগ করার অঢেল সুযোগ সুবিধে দিয়েছে সরকার। রোজ-গার্ডেন থেকে শুরু করে ইউরোপীয় ষ্টাইলে শাঁন বাঁধানো সুইমিং পুল, বাচ্চা-বুড়ো জোয়ান সবার জন্য রয়েছে এ্যাক্টিভিটিস রুম, রিক্রিয়েশন ক্লাব, ব্যাক-এয়ার্ডে বিস্তর প্রান্তর জুড়ে প্লে-গ্রাউন্ড, কি না নেই, সবই পরিপূণ! তদুপরী ম্যাডামের শৌখীনতার অন্ত নেই।

প্রতিটি রুমে বিলাসবহুল ফার্ণিচার, ঝিকিমিকি আলোর সমারোহে বিশাল ঝাঁড়বাতি, ফ্যাশনাবল্ শাড়ি-গহনা, কস্মিটিকের বিভিন্ন সরঞ্জাম, কিছুই অভাব নেই! তন্মধ্যে মহারানীর হাজারটা ফাই-ফরমাশ খাটতে হয় আদিত্যকে! ওকে একেবারে নাজেহাল করে ছাড়ে।

অথচ একটা টু-শব্দ করে না। আপত্তি, অভিযোগ করে না, মনঃক্ষুন্নও হয়না। একমাত্র শান্তিপ্রিয় মানুষ বলেই তো! সংসারে আর আছে কে! বাড়তি কোনো ঝামেলাই নেই! আছেন একমাত্র মাতা-পিতা, ওনারা হলেন দুদিনের অথিতি। এসেছেন বেড়াতে, পুত্রবধুও কোমল সান্নিধ্যে কটাদিন কাটিয়ে যেতে চান। তাদের সম্মুখে বিবেকবিহীন অমার্জিত পুরুষের মতো উত্তপ্ত মেজাজে চোখ রাঙিয়ে কটুমন্তব্যে নিজের স্ত্রীকে অপদস্থ করা, অবমাননা করা, এসব ধাতে নেই আদিত্যর। ওর রুচীতে বাঁধে, বিবেকেও আঘাত করে।
বড্ড অশোভনীয়, অভদ্রতা দেখায়। দুটোদিন একটু কম ঘুমোলে মহাভারত কি অশুদ্ধ হয়ে যেতো! না মহারানীর সৌন্দর্য্যের লাবণ্যতা নষ্ট হয়ে যেতো! এমন কী হাঁড়ভাঙ্গা খাটুনির কাজ! হলুদ মশলা বেটে রান্নাবান্না কিছুই করতে হয়না! তার জন্যেও রয়েছে গৃহপরিচারিকা ইন্দুমতী। ওই সব দেখাশোনা করে। শুধুমাত্র সকালে ব্রেকফাষ্টের জন্য চা-জল-খাবারটুকুই তৈরী করা! তার জন্য ওর এত গোঁড়ামী, এত ছলনা! ঘুম থেকে উঠতেই চায় না মোটেই!

বাবা বুড়ো মানুষ, কথা কম বলেন। কিছুদিন যাবৎ বাতের ব্যথায় ভুগছেন। সারাদিন শুয়ে বসে কাটান। কখনো বারান্দায় বসে হোঁক্কা টানেন। সাধ করে পুত্রের বিবাহ দিয়ে কন্যার অভাব পুরণ করেছেন। অসম্ভব ভালোবাসেন শ্বাসতীকে, স্নেহ করেন। বৌমা বলতে তিনি অজ্ঞান। ওর প্রসংশায় একেবারে পঞ্চমুখ! মন্ত্রের মতো সারাদিন

পুত্রবধুর গুনকীর্ত্তন গাইতে থাকেন,-"বৌমা আমার গৃহস্থের লক্ষী, অলঙ্কার! আমার মা জননী, আমার কন্যা! বৌমা আমার নাদান, বড়ই অভিমানী! ওকে কখনো কষ্ট দিওনা!"

খুঁটিনাটি বিষয়ে বাবা কখনো মাথা ঘামান না, ইন্টারফেয়ারও করেন না! কিন্তু মামনী, ওনাকে তো কোনভাবেই ঠেকানো যাবেনা। তিনি নিশ্চয়ই বসে বসে সব নোটিশ করছেন। তাঁর চোখে ফাঁকি দেওয়া বড় কঠিন। তিনি হলেন সেকেলে মহিলা। সংস্কার বিশ্বাসী। সংস্কারপ্রবণ মন-মানসিকতা। বংশ পরম্পরা সাংসারিক, পারিবারিক রীতি-নীতি-নিয়মশৃঙ্খলা আজও অনুসরণ করেন। প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যে দু'বেলা আহ্নিক করেন, পূজা পাঠ করেন। তিথী-নক্ষত্র অনুযায়ী প্রত্যেক পুর্ণিমা-অমাবস্যায় উপবাস করেন। নিরামিষ আহার ভোজন করেন।

স্বামী-সন্তানের মঙ্গল কামনায় ব্রত রাখেন। সর্বাবস্থায় একজন এ্যয়োস্ত্রীর ঘর-গৃহস্থের সকল রীতি-রেওয়াজ যথাযথই নিষ্ঠার সাথে পালন করে আসছেন। কোনপ্রকার অনিয়ম-বিশৃঙ্খল দৃষ্টিগোচরে পড়লে বরদাস্ত করতে পারেন না। সাংঘাতিক চটে যান। সারাক্ষণ গজগজ করেন। কিন্তু আজ মুখে না বললেও তিনি নির্ঘাৎ মনে মনে অসুন্তষ্ট হয়েছেন, নো ডাউট! এওকি বুঝিয়ে দিতে হবে! নিজের বিবেক-বুদ্ধি নেই! সংসারে ঐ বুড়ো-বুড়ি ছাড়া আমাদের আর আছে কে! তাদের প্রতি ওর কি কোনো কর্তব্যই নেই! কি মুশকিলে যে পড়লাম, কেলেঙ্কারী একটা না ঘটিয়েই আজ ছাড়বে না দেখছি! ননসেন্স!
মনে মনে বিড়বিড় করতে করতে উত্তপ্ত মেজাজে আদিত্য গিয়ে ঢুকে পড়ল ওয়াশরুমে।

কিন্তু কতদিন! আদিত্য তো আর দেবতা নয়, যে পাথরের মূর্তির মতো দিনের পর দিন নীরবে সহ্য করবে। সহ্যের একটা সীমা আছে। ওও রক্তে-মাংসে গড়া একজন সাধারণ মানুষ। ওর সহজে মাথা গরম হয় না। কিন্তু চটে গেলে ওর সাংঘাতিক অবস্থা হয় তখন! কথা আঁটকে যায় মুখে। প্রচন্ড তোতলাতে শুরু করে। শরীরের তাপমাত্রা তিনগুন বেড়ে যায়। গলার আওয়াজও অতিরিক্ত চড়ায় ওঠে যায়। নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারেনা। আশে-পাশের লোকজন জানাজানি হয়ে যায়। বাড়ি থেকে বের হলে পাড়ার মহিলারা ব্যাল্‌কনি থেকে উঁকি মারে, মুখ টিপে হাসে, কি অর্ডভাবে তাকায়। বড্ড সংকোচ হয় তখন আদিত্যর। অপমানবোধ করে। এসব ওর মোটেই সহ্য হয়না!

বাইরে ব্যাল্কনিতে একটা ইজিচেয়ার পাতা ছিল। আদিত্য ওয়াশরুম থেকে বেরিয়ে গিয়ে বসে পড়ে সেখানে। হঠাৎ নেশা ওঠে চায়ের। আর্লি-মর্নিংএ ঠান্ডা হাওয়ায় বসে গরমাগরম এককাপ চা পেলে মন্দ হতো না! শরীরটা চাঙ্গা হয়ে উঠতো, ইমেজটাও চেঞ্জ হতো! কিন্তু সেটা দেবে কে! শ্বাসতী ম্যাডাম নিজেই ইন্দুমতীর ওয়ার্ক-টাইম সকাল ছ'টার পরিবর্তে বেলা দশটায় করে দিয়েছেন। ম্যাডামের অভিযোগ, সাত-সকালে হাড়ি-পাতিলার টুং টাং শব্দে ঘুমের ব্যাঘাত হয়, ঘুম ভেঙ্গে যায়! কাঁচা ঘুম ভেঙ্গে গেলে প্রচন্ড হেডেক্ শুরু হয়, বমি বমি লাগে! সারারাত পার করেও ঘুম যদি কাঁচা থাকে, এ তো প্রকৃত ঘরণীর লক্ষণ নয়! এতে গৃহস্থে লক্ষী থাকে না! খুব মেহেরবানী করেছেন তিনি! এবার তীর্থের কাকের মতো ধর্ণা দিয়ে বসে থাকো! বেলা দশটার আগে দর্শণই পাওয়া যাবেনা ইন্দুমতীর! এতক্ষণে মামনীও বোধহয় ঘুম থেকে উঠে আহ্নিক করতে বসে গেছেন নিশ্চয়ই!

আপনমনে বিড়বিড় করতে করতে ক্রোধে চোখমুখ বিকৃতি করে প্রতিটি মুভমেন্টে ফুলে উঠছিল আদিত্য। কিন্তু পরক্ষণেই শক্ত হয়ে যাওয়া মুখের পেশিগুলো ওর মিলিয়ে গেল। ভাবল,-"নাঃ, কোয়াইট থাকাই বেটার! শ্বাসতী ঘুমোচ্ছে ঘুমোক, যখন ইচ্ছে উঠুক কিচ্ছু বলবে না! শেষে অফিস যাবার পথে মেজাজটা আরো খাট্টা করে দেবে! কিন্তু তাই বলে ওকে একেবারে কিছুই বলা যাবে না? কেন বলা যাবে না? আলবাট্ যাবে! প্রয়োজন হলে নিজের স্ত্রীকেও শাসন করা যায় বৈকি! কথায় আছে,-"শাসন করা তারই সাজে, গোহাগ করেন যিনি! তা'হলে!

আজ কনষ্ট্রাকশন্ কোম্পানীর বিগ্ এমাউন্টের কন্ট্রাক্ট পেপার সাইন না হলে কমিশন তো দুর, মান্থলি্ পেমেন্টের বিল পাস হতেই অনেক ডিলে হয়ে যাবে! ক্ষতিটা তখন হবে কার! ওদিকে মাস ফুরোলেই সাংসারের আনুষঙ্গিক খচর দ্রব্য-সামগ্রী থেকে শুরু করে ম্যাডামের কস্মেটিকের যাবতীয় সরঞ্জাম সবই পুরণ করতে হয় আদিত্যকে! মেলা খরচ! তবু দুঃখ ছিলনা, যদি হিসেব করে চলতো! সাধ-আহাল্লাদ, ভোগ-বিলাসিতা শুধু কি ওর একার, আদিত্যর নেই! তা'ছাড়া নিজের বাসভবনে এতো লাক্সারী হয়ে চলার প্রয়োজনই বা কি! ফানুষের মতো বাইরের রুপ-রংই কি জীবনের সব! জীবন তো শুধুমাত্র ভোগ-বিলাসীতার জন্য নয়! ইহা ব্যতীত দু'দিনের মনুষ্য জীবনে উত্তম লক্ষ্য ও আদর্শের অনুগামী হয়ে জগতে করণীয় বহু মহৎ কাজকার্য পড়ে আছে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের জন্য! এসব চিন্তা ওর আসে কখনো!"

হঠাৎ বনবন করে মাথাটা ঘুরে উঠল আদিত্যর।

সাধারণত প্রতিদিন প্রত্যুষে উঠে প্রাতঃভ্রমনে বেরুবার অভ্যেস ওর! মাঝে মধ্যে শ্বাসতীও সাথে বের হয়। আজ প্রচন্ড মাথা ধরেছে। শরীরটাও ম্যাঁচম্যাঁচ করছে। ইচ্ছে করছিল না প্রাতঃভ্রমনে বেরুবার! কিন্তু শ্বাসতীর কান্ডজ্ঞানহীনতায় ক্ষোভে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। বেড্রুমের দিকে একবার নজর বুলিয়ে নি:শব্দে বেরিয়ে আসে। ভাবল, যাই, একটা টুর দিয়ে আসি! ততক্ষণে মহারানী ঘুম থেকে উঠে পড়বেন নিশ্চয়ই!

এ আর নতুন কি। প্রায়ই ঘটে। বরং নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনার পুনরাবৃত্তিই বলা চলে। কিন্তু মুখে যাই বলুক, উচ্ছাসিত শ্বাসতীর টোলপড়া গোলাপগালের একরাশ প্রাণোৎচ্ছল মুক্তঝরা হাসিতে বেমালুম বদলে যায় আদিত্য। মহাপ্রলয় সৃষ্টি হয় ওর হৃদয়পটভূমিতে। তোলপাড় করে দেয়। নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারেনা। ক্ষণপুর্বের অন্তর্কলহ, মান-অভিমান, আপত্তি-অভিযোগ সব শ্বাসতীর কোমল স্পর্শের উষ্ণ অনুভূতিতে এক লহমায় মোমের মতো গলে গিয়ে ওর হৃদয়কে ভিজিয়ে একেবারে নরম করে দেয়।

(দুই)

ছোটবেলা থেকেই শ্বাসতীর চিরাচরিত স্বভাব, বেশী কথা বলা। একেবারে খই ফোটার মতো চোখেমুখে কথা বলে। তন্মধ্যে খানিকটা আত্মকেন্দ্রিক, একরোখা, বেপরোয়া মনোভাব। বিরল সেন্টিমেন্টাল। অনমনীয় জেদ। আর হবে নাইবা কেন! ভোগ-বিলাসীতা আর আরাম-আয়েশে বেড়ে ওঠা মা-বাবার একমাত্র আদরণীয়া কন্যা, নয়নের মণী। যার অন্ত ছিলনা স্বাধীনতার। বাধ্যবাধকতা ছিল না শাসন-শিক্ষার। কখনোই জবাবদিহী করতে হতো না। প্রত্যেক হলি-ডের ক্যাজুয়েলগুলি অগ্রীম ফিক্স করে রাখতো।
সহেলীদের সাথে নিয়ে কখনো শপিং-মলে, কখনো ছবিঘরে, কখনো অবিরল রঙের ধারায় সুবর্ণ আলোয় রঙ্গিন করে তোলা নাইট ক্লাবের অবিশ্রান্ত রক মিউজিকের তালে তালে ডান্স করতে গিয়ে মধ্য রাত পর্যন্ত আড্ডায় মর্শগুল হয়ে থাকতো। হুঁশ-জ্ঞানই থাকতো না! দিবারাত্রি চিন্তাবিহীন মুক্ত-বিহঙ্গের মতো খুশীর পাল তুলে জীবন জোয়ারে ভেসে বেড়াতো।

শ্বাসতী অসাধারণ সুন্দরী, লাবণ্যময়ী! যেমন সৌন্দর্য্য প্রিয়, তেমনি শরীরচর্চা ও রূপচর্চাতেও অত্যন্ত সচেতন এবং এ্যাক্সপার্ট। কোন ফর্মুলায় বেশী সুন্দরী হওয়া যায়, আপ্-টুডেট্ হওয়া যায়,স্মার্ট হওয়া যায়, সারাদিন এনিয়ে মেতে থাকতো। কিন্তু আদিত্যর সংস্পর্শে এসে একজন চিন্তাশীল, ধৈর্য্যশীল এবং কর্তব্যপরায়ণ স্ত্রীর মতোই ক্রমশ একটু একটু করে বেমালুম বদলে যেতে লাগল। সাংসারিক দায়িত্বশীল অঙ্গানেও এক অনবদ্য ভূমিকা পালনে সক্রিয় হয়ে উঠেছে, সেটা বেশ কিছুদিন যাবৎ দৃষ্টিগোচর হয় আদিত্যর।

সে এক অভাবনীয় পরিবর্তন। একেবারে পুর্ণ ঘরণী! যা কখনোই ভাবেনি আদিত্য! অথচ কিছুদিন আগেও ঘর-দুয়ার, বিছানাপত্র চারদিক এলোমেলো হয়ে থাকতো। সারাঘরে ধুলোর আবরণে অপরিস্কার হয়ে থাকতো। কোনো নিয়ম শৃঙ্খলা ছিলনা। মাদুলির মতো কর্ডলেস ফোনটা সারাক্ষণ কানে লাগিয়ে বান্ধবী রুবিনার সাথে কন্ভারশেসন চলতো। কম্পেয়ার করতো, কে কত বেশী সুখী! অথচ সংসার সম্বন্ধে তখন ওর কোনো ধারণাই ছিল না! একদম আনাড়ী! কখন কোন্ জিনিস কোথায় গুঁজে রাখতো, খেয়ালই থাকতো না! খুঁজলে কোনো জিনিস জায়গা মতো খুঁজে পাওয়া যেতো না!

সেদিন কি কান্ডটাই না ঘটে গেল। ভাবলে নিজেকেই বোকা মনে হয় আদিত্যর। রীতিমতো হাস্যকরও বটে। নিজের বাড়িতে ঢুকে থমকে দাঁড়ায়।-এ কি, এ কোথায় এলাম! কার বাড়িতে ঢুকে পড়লাম। রং-প্লেস মনে হচ্ছে! ওঃ গস্, কেউ দেখলে এক্ষুণি চোর-গুন্ডা ভেবে চিৎকার করে উঠবে, লাঠি নিয়ে তেড়ে আসবে!
আদিত্য পা টিপে চুপিচুপি বেরিয়ে আসে বাইরে। গলা টেনে সদর দরজার ওপরে ঝুলন্ত নেইম প্লেটটা চেক্ করে দেখল,-"নাঃ, ঠিকই তো! এ.কে.চৌধুরীই লেখা! আশ্চর্য্য, সুর্য্যদেব আজ পশ্চিমদিকে উঠলেন না কি! ঘর-দুয়োর একেবারে ঝক্ ঝক্ তক্ তক্ করছে যে! হাউ নাইস! ওয়ান্ডারফুল!"

লিভিংরুমে ঢুকে মুহূর্তের জন্য স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল আদিত্য। বোবা অনুভূতি দিয়ে উপলব্ধি করতে গিয়ে বিস্ময়ে অভিভূতের মতো মুগ্ধ দৃষ্টিতে লিভিং-রুমের চারদিকটা পর্যবেক্ষণ করতে লাগল। আর একটানা দেখতে দেখতে অব্যক্ত ভালোলাগা আর মুগ্ধতার আমেজ ছড়িয়ে পড়ে সারাশরীরে। আত্মমুগ্ধতায় ওকে বুদ করে রাখে। দেওয়ালের চারদিকে সোনালী ফ্রেমে বাঁধানো কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মহাত্মা গান্ধী, রামকৃষ্ণ পরম হংসদেব, স্বামী বিবেকানন্দের ছবি সহ আরো কত মুণীঋষি এবং মহামানবের ছবি ঝুলছে দেওয়ালে। বিড় বিড় করে বলল,-
"অপুর্ব! হোয়াট এ সারপ্রাইজ্!"

ইতিপূর্বে ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটিয়ে শ্বাসতী বলল,-"ক্যায়া দেখ রহী হো জী! ইয়ে আপকিই ঘর হ্যায় জনাব! সশব্দে হেসে বলল,-"পছন্দ আয়ি!"

বিস্ময়ে হতবাক আদিত্য। বিদেশী পর্যটকদের মতো উৎসুক্য চোখে দেওয়ালের প্রতিটি ছবি একে একে প্রদর্শণ করছিল হঠাৎ পলকমাত্র দৃষ্টিপাতে অচেনা অজানা এক অপরিচিত মহিলা নজরে পড়তেই থমকে দাঁড়ায়।-এ কি, কে এই মহিলা? আগে তো কখনো দেখিনি! সতীর খুব ঘনিষ্ঠ মনে হচ্ছে!
সেও আদিত্যকে দেখামাত্রই স্বভাবসুলভ চপলতা ভুলে কিছুক্ষণের জন্য বাক্যাহত হয়ে পড়ে। মনে মনে অস্বস্তিবোধ করে। ওর পরনে ছিল, সোনালী চিকনপাড়ের গাঢ় পেঁয়াজী রঙের পাতলা সিল্কের শাড়ি। আঁচলটা টেনে গা-টা ঢেকে আমতা আমতা করে বলল,-"বৌদি, আ-আমি এখন যাই, আরেকদিন আসবো!"
বলে আদিত্যর মুখের দিকে কোণা চোখে একপলক দৃষ্টিপাত করেই তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল নিচে।

তখনো বিস্ময়ের ঘোর কাটেনি আদিত্যর। হাঁ করে চেয়ে থাকে। ওর চোখেমুখে অপার বিস্ময়। এতটাই বিস্মিত হয়েছিল যে, গলা দিয়ে আওয়াজই বের হচ্ছিল না! আচমকা বিনা নোটিশে অপরিচিতা মহিলার দর্শণে মুহূর্তের জন্য হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল। শ্বাসতীর মুখের দিকে এক পলক জিজ্ঞাস্য দৃষ্টি হেনে বিচিত্র মুখাবয়বে পিছন ফিরে তাকায়। মহিলাটির আপাদমস্তক নজর বুলিয়ে স্বগতোক্তি করে ওঠে,-"বৌদি!"

ভ্রূযুগল কুঁচকে বলে,-"তুমি বৌদি কবে থেকে হলে গো! এ তল্লাটে তেমন কোনো ঘনিষ্ট বান্ধব বা আপনজন কেউ তো কোথাও নেই আমাদের! আর মহিলাটিকেও তো আগে কখনো দেখিনি এ পাড়ায়!"

খিলখিল করে হেসে উঠতেই হাসিটা পলকে মিলিয়ে গেল শ্বাসতীর। ফ্যাকাশে হয়ে গেল ওর মুখ। আদিত্যর হাত ধরে টেনে ওকে ধপ্ করে বসিয়ে দিলো সোফায়। খানিকটা বিব্রোত হয়েই বলল,-"আরে বাবা, ও হলো আমাদের নবাগতা প্রতিবেশী মিসেস মাথুর, সুলোচনা ওর নাম! বেচারী নতুন জায়গায় এসে একাকী নিঃসঙ্গতায় মনই টিকছিল না ঘরে! খুব মিশুকে মেয়েটি! সেধে আলাপ করতে এসেছিল!"

আঙুল তুলে পয়েন্ট করে বলল,-"ঐ তো, সামনের ফ্ল্যাটে থাকে! অরিজিনালি ফ্রম ভুবনেশ্বর, উড়িষ্যা! বর্তমানে কলকাতার স্থায়ী বাসিন্দা! ফ্লুয়েন্টলি বাংলা বলতে পারে! পরিচয় না দিলে সাধ্যই নেই ধরার! বেশ অমায়িক, মিষ্টি স্বভাবের মেয়ে! মানুষকে খুব সহজে আপন করে নিতে পারে! ক'দিন ধরেই দেখছি! সেদিন ব্যাল্কনিতে দাঁড়িয়েছিলাম, চোখ পড়তেই ফিক করে হেসে ফেলল। আমিও হেসে ফেললাম। ভদ্রতার সৌজন্যে বললাম,-"সারাদিন বাড়িতে একাই থাকি, ভীষণ বোর ফিল করি, ঘুরে যাবার আমন্ত্রণ রইল, আসবেন কিন্তু!"

ওমা, তার পরক্ষণই দেখি, সে একেবারে দুয়ারে এসে হাজির! কলিং-বেলটা টিপেই বলছে,-"কই বৌদি, কোথায় গেলেন, দরজাটা একটু খুলুন না, আমি সুলোচনা, আপনার নেইভার!"
তখন কি করি বলো! বাধ্য হয়েই দরজাটা খুলতে হলো! আর সেইদিনের পর থেকেই ও প্রায়ই আসে! বসে বসে দু'জনে গল্প করি! শুনি, জানা দেশের বহু অজানা কথা! আমাদের টাইমটাও বেশ পাস হয়ে যায়!"

কথাগুলি এক নিঃশ্বাসে বলে শ্বাসতী থেমে যেতেই গলার আওয়াজ বের হয় আদিত্যর। ঠোঁটের কোণে একঝলক কৌতুক হাসি ফুটিয়ে বলল,-'হুঁম, আব সমঝা! তো বাত ইয়ে হ্যায়! তাই ভাবি, হঠাৎ ঘর-দুয়োরের এমন অভাবনীয় পরিবর্তন! কারণটা কি! নিজের বাড়ি, অথচ চেনার উপায় নেই! সত্যি, একেবারেই বদলে দিয়েছ! আই ফিল ভেরী প্রাউড! আই এ্যাপ্রিশিয়েটে! তবে ভদ্রমহিলার সাজ-সজ্জার বাহার দেখে মনে হচ্ছে, খুব ইন্টেলিজেন্ট! কুমারী মেয়েরাও হার মেনে যাবে! ভেরী ইন্টারেষ্টটিং!"

সুলোচনার চেহারা এবং চাল-চলনের মধ্যে আভিজাত্যের ছাপ রয়েছে ঠিকই, কিন্তু আতর মাখা উর্বশী রমণীদের মোটেই পছন্দ হয়না আদিত্যর! ওর ধারণা, এ ধরণের চটকদারী মহিলারাদের চক্ষুলজ্জা, মানবিক মুল্যবোধ কম থাকে! একেবারে নেই বললেই চলে! এরা ঠিক কালচারাল নয় এবং এ বিষয়ে ওরা ক্যায়ারও করে না! পাছে লোকে কি বলল, কি মন্তব্য করলো, এ নিয়ে কখনো মাথা ঘামায় না! শুধু তাই নয়, এরা ছলা-কলায় যেমন এ্যাক্সপার্ট, তেমনি এদের অন্তরে কুটনীনিতে ভরা! কলাকৌশলে কুমন্ত্রণায় একটি শান্তিপুর্ণ সুখী পরিবার ধ্বংস করার বহু ঘটনা পত্র-পত্রিকায় প্রমাণসরূপ আজও বিদ্যমান! সুক্ষ্য সুক্ষ্য বিয়য়ে তিক্ত-বিষাক্ত হয়ে ভেঙ্গে যাচ্ছে কত অগণিত সুখের সংসার! এ কথা কে না জানে!

ঠিক এই ভয়ই করেছিল আদিত্য। ও' সারাদিন অফিসের কাজে পড়ে থাকে বাইরে। কখনোই চায়না, দু'দিনের আলাপচারিতায় শ্বাসতী যার তার সাথে অন্তরঙ্গভাবে মেলামেশা করুক, বন্ধুত্ব গড়ে উঠুক, ক্লাবঘরের মতো হা হা

হি হি করুক! আজ সুলোচনা এসেছে, কাল আরেকজন আসবে, পরশু আরেকজন! ধীরে ধীরে মন্দিরের মতো ওর পবিত্র ঘরটাকে আড্ডাখানায় গড়ে তুলবে! তারপর শুরু হবে যতসব অশান্তি!

সুলোচনা বেরিয়ে যেতেই হাওয়ায় ভেসে আসে ঘামে ভেজা মেয়েলি গায়ের টকটক উগ্র গন্ধ। আদিত্যর দম বন্ধ হয়ে আসছিল। চোখমুখের বিচিত্র অবয়বে কেমন অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে থাকে সুলোচনার দিকে। খানিকটা বিব্রোতবোধ করলেও শ্বাসতীর উচ্ছলতা আর সজীবতা লক্ষ্য করে মনে মনে ভাবে,-"অনেক বদলে গেছে সতী! এর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য বাইরে থেকে বেশ বোঝা যাচ্ছে! মানসিক জড়তাও অনেকটা কেটে গেছে! অথচ যে আলস্য ও কর্মবিমুখ এবং বেপরোয়া মনভাবে সাংসারিক নৈতিক দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে নির্লিপ্ততার কারণে আদিত্য অসন্তুষ্ট ছিল, ওর অভিযোগ ছিল, এখন তার লেশমাত্র নেই! এমনিই মন-মেজাজ ওর সর্বদাই স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে থাকে! বাস করে আপন ভুবনে! সেখানে আনন্দ-উচ্ছাসে সে একাই ভেসে বেড়ায়! কিন্তু এতটা আবেগপ্রবণ ও ব্রডমাইন্ডের হলো কবে থেকে শ্বাসতী!"

আদিত্যকে অন্যমনস্ক দেখে শ্বাসতী তৎক্ষণাৎ বলে ওঠে,-"কাঁহা খো গয়ী হো জনাব! অব হুয়া ক্যায়া! তাজ্জব হ্যায়, এ্যাসী ঘুর ঘুরকে ক্যায়া দেখ রহি হো মুঝে! তুমহারি-ই বিবি হুঁ ম্যায়!"

মুহূর্তে ঘাঁড় ঘুরিয়ে সপ্রশংস দৃষ্টি মেলে শ্বাসতীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে আদিত্য। অব্যক্ত খুশীতে বুক ভরে ওঠে। আত্ম গর্বে গবির্তবোধ করে। অথচ মুখ ফুটে একটা শব্দও উচ্চারিত হয় না। চটে যায় শ্বাসতী। এহেন নীরব নির্বিকার আচরণ ওর মোটেই সহ্য হয়না। বড্ড বিরক্ত লাগে। একটা চিমটি কেটে বলে,-"তোমার আজ হয়েছে কি বলো তো! এমন আদিক্ষেতার মতো করছো কেন? তখন থেকেই লক্ষ্য করছি, কখনো বিস্ময়, কখনো তন্ময়, কখনো উদাস, কখনো হতাশ! হয়েছে কি তোমার? সুলোচনাও চলে গেছে সেই কখন! তোমার প্রবলেমটা কি একবার বলবে তো!"

এতক্ষণ সত্যিই অচৈতন্যে ডুবে গিয়েছিল আদিত্য। হারিয়ে গিয়েছিল অন্য এক ভুবনে। হঠাৎ সুঁচ ফোড়ার মতো সামান্য আঘাতে চমকে ওঠে,-"আঃ, সতী, করছো কি! হাতের নখ্‌গুলিকে তো একেবারে্ চাকু বানিয়ে রেখেছ!"

অসন্তোষ কণ্ঠে শ্বাসতী বলল,-"হয়েছে কি তোমার! এতো কি ভাবছ! এনি প্রবলেম? হোয়াটস্ রং উইথ ইউ? ইট ইস টু মাচ্ আদি, ইট্ ইস টু মাচ্! আই ডোন্ট লাইক দিস কাইন্ড অফ্ বিহেইব, ফর নাথিং!"

ঠোঁটদুটো চিপে অস্ফুট হেসে ফেলল আদিত্য। শ্বাসতীর আপাদমস্তক নজর বুলিয়ে বলে,-"নাঃ, কিছু না! দেখছি, আমার প্রিয়তমাকে! বেশ ইনপ্রুভ হয়েছে ওর! বাড়িতে জমিয়ে আড্ডা দিয়ে ও' অনেক কিছুই রপ্ত করে ফেলেছে!" ফোঁস করে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে বলল,-'যাক্ তবু ভালো, শ্রীমতি আমার এতদিনে সুমতি হয়েছে! এই-ই ঢের! এবার ঘর-দুয়োরের নিত্য নতুন বৈচিত্র্য আসবে, নতুনত্ব আসবে, এই আর কি!"

আহাল্লাদে আটখানা শ্বাসতী। সামান্য মন্তব্যে উচ্ছাসে উতলা হয়ে ওঠে। একগাল মুক্তাঝরা অনিন্দ্য হাসি ছড়িয়ে, আদিত্যর কাঁধে হাত রেখে, কোমড় ব্যাঁকা করে ঝুলে পড়ে। আদিত্য অস্থীর হয়ে ওঠে। অস্বস্তিবোধ করে। এসব আদিক্ষেতা ওর মোটেই পছন্দ হয় না। কিন্তু গ্রাহ্য করছে কে! ওকে উপেক্ষা করেই ধরণের নেশায় পেয়ে বসে শ্বাসতীকে। আদিত্য পারেনি তা রোধ করতে, নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে, শ্বাসতীর ইচ্ছা-অনুভূতিগুলিকে উপেক্ষা করতে।

উতপ্ত হয়ে উঠতেই অনিবার্য পরিণতির কবলে পড়ে আবেগে আপ্লুত হয়ে দুহাত প্রসারিত করে প্রেমালিঙ্গনে শ্বাসতীকে জড়িয়ে ধরে। কিন্তু বিধিই বাম! পড়লো সে গুড়ে বালি! হঠাৎ জানালার কার্ণিশে বসে থাকা হুঁলো বিড়ালটা মিঁয়াউ করে ডাক দিতেই চমকে উঠল দুজনে। তৎক্ষণাৎ এক ঝটকায় প্রেমজ্বাল থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসে আদিত্য। বিরক্তি হয়ে বলল,-"ধ্যাৎত্তরি কি!"

একইসাথে দাঁতকপাটি চিবিয়ে শ্বাসতীও বলে ওঠে,-"মরণ! মরতে আর জায়গা পেলি না তুই!"

(তিন)

সাধারণতঃ বৈবাহিক জীবনের শুরুতে প্রতিটি দম্পতীরই চলে হানিমুনের পর্ব, মধুচন্দ্রিমা। যখন শ্বাসতী ছিল আদিত্যর নয়নমণী। প্রতিদিন আর্লি-মনিংএ আদিত্য অফিসে বেরিয়ে গেলে শুরু হয়ে যেতো রাজরানীর রাজত্ব। মুক্ত-বিহঙ্গোর মতো চঞ্চল মনপাখীটা ওর ইচ্ছেমতো ঘুরে বেড়াতো। কখনো রং-বাহারি প্রসাধনের বাহানায়

শপিং-মলে, কখনো বিউটি পার্লারে, আবার কোনদিন সংসারের নিত্যনৈমিত্তিক দ্রব্য-সামগ্রীর প্রয়োজনে গ্রোসারী শপিং সেড়ে কলোনীর মহিলামহলে এমন মর্শগুল হয়ে আড্ডায় জমে থাকতো, পড়ন্ত বিকেলে কখন যে সূর্য্য অস্ত াচলে ঢলে পড়তো, ওর খেয়ালই থাকতো না!

অথচ কর্তব্যপরায়ণ স্বামী আদিত্য কখনোই চাইতো না, পরপুরুষের গা-ঘেষাঘেষি, ঠেলাঠেলি করে বাসে-ট্রেনে চড়ে শ্বাসতী চাকুরি করুক, বাড়ির বাইরে সারাদিন পড়ে থাকুক, হাট-বাজার করুক, বাইরের দুষীত হাওয়া ওর গায়ে লাগুক, ওর দুধসাদা গায়ের রং কালি হয়ে যাক, ওর সৌন্দর্য্য নষ্ট হয়ে যাক। কর্মক্লান্ত দিনের শেষে বাড়ি ফিরে আদিত্য শুধু চাইতো, প্রিয়তমা শ্বাসতীর নিঃসৃত ভালোবাসার অবগাহনে নিমজ্জিত হয়ে ওর সেবা-যত্নে ও মধুর সান্নিধ্যের আত্মমুগ্ধতায় তন্ময় হয়ে ডুবে থাকতে! আদিত্যর একটাই কামনা, শ্বাসতীকে সুখি করা, খুশী করা! ওর সুখেই আদিত্যর সুখ, শান্তি, আনন্দ, মনের তৃপ্তি, স্বামীত্বের সার্থকতা! ওই ওর জীবনের সব! আদর করে "সতী" বলে ডাকে। এমন সৌভাগ্য কজনের হয়! পৃথিবীতেই বিরল! অন্তরের এমন টান ছিল দুজনার, উষার প্রথম কোমল নির্মল আলোর মতো প্রেয়সী শ্বাসতীর স্নিগ্ধ-কোমনীয় রূপ দর্শণ না করলে কখনো যাত্রাই সফল হতো না আদিত্যর!

একদিন ফিক্ করে হেসে ফেলে শ্বাসতী। আঙ্গুলের কড় গুনে গুনে বলে,-"মশাই, একবার নয়, দুবার নয়, সাত-সাতটা পাক দিয়েছি কি এমনিই, খুব কষেই বেঁধেছি, সহজে ছিন্ন হবার নয়, এ এমন বন্ধন শক্তি, হ্যাঁ!"
ছন্দ মিলিয়ে বলে,-"তোমার আমার জীবনবীণা এক তারেতেই বাঁধা/ তুমি আমার কৃষ্ণ ওগো, আমি তোমার রাধা! বুঝলে মশাই, শুধু এ জনমে নয়, জন্ম জন্মান্তরের! ইহকালের, পরকালের! আমাদের জীবনবীণা একই সুরে, একই ছন্দে বাজে! আমায় ফাঁকি দিয়ে তুমি কখনো যেতেই পারো না!"

বিস্ময়ে হতবাক আদিত্য। মুহূর্তের জন্য বিস্ময়ের ঘোরে পড়ে গেলেও খানিকটা ব্যঙ্গ করে বলল,-"বাঃ, বেশ কাব্য করতেও শিখেছো দেখছি!" ভ্রু-যুগল উত্তোলন করে বলে,-"আজকাল এসবের চর্চাও হয় বুঝি!"

মুখখানা বিবর্ণ হয়ে গেল শ্বাসতীর। অসন্তোষ দৃষ্টিতে একপলক চেয়ে তীক্ষ্ণস্বরে গর্জে ওঠে,-"এসব মানে! এসব কি, কিসের চর্চা!"

অভিমানে ফেটে পড়ে শ্বাসতী। অশ্রুকণায় চোখদুটো চিক্চক্ করে ওঠে। গলার স্বর ভারী হয়ে আসে। গম্ভীর হয়ে বলল,-"তোমার সব ব্যাপারেই ঠাট্টা, রসিতকা! এতে কাব্য কোথায় দেখলে তুমি! এগুলি কি আমার রচনা!"
কণ্ঠস্বর মোলায়েম করে বলে,-"কাব্য টাব্য অত বুঝি না বাপু! আমি বলছিলাম..! না থাক্!"

কি যেন বলতে গিয়ে থেমে গেল শ্বাসতী। ভাটা পড়ে গেল ওর উচ্ছাসিত আনন্দে, উৎসাহে। আশা করেছিল আদিত্য খুশী হবে, ওর প্রেমগাঁথা এ্যাক্সেপ্ট করবে, এ্যাপ্রিশিয়েট করবে, ওকে সমর্থন করে পাল্টা জবাব দেবে, বাহবা দেবে! কিন্তু কোই, কোনো মন্তব্য করলো না আদিত্য! চোখমুখের অদ্ভুদ একটা অবয়ব প্রদশীত করে শ্বাসতীকে এ্যাভয়েট করে গেল।

শ্বাসতী বিষন্ন চোখে চেয়ে থাকে। অভিমানে গোলাপ গালদুটো ফুলে লাল হয়ে ওঠে। আদিত্যর নজর এড়ায় না। ড্রেসিং টেবিলের আয়নায় শ্বাসতীর বিমূঢ়-ম্লান মুখ দর্শণ করে নিঃশব্দে হেসে ফেলল। শ্বাসতী তখনো দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে। হঠাৎ মনে পড়ে, আদিত্যর জামা প্যান্ট ইস্ত্রী করা হয়নি। এইভেবে পিছন ফিরতেই দরজার চৌকাঠে হোঁচট খেয়ে উপুর হয়ে পড়ে আদিত্যর গায়ের উপর। আদিত্য তৎক্ষণাৎ ওকে আলিঙ্গানে জড়িয়ে ধরে। স্পর্শকারতরতায় চমকে উঠল শ্বাসতী। ওর চিবুকটা তুলে আদিত্য মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। দৃষ্টি বিনিময় হতেই শ্বাসতী উজ্জ্বল দ্বীপ্তিময় হয়ে ওঠে। হাতের কনুই দিয়ে আদিত্যর গায়ে গুঁতো মেরে বলে,-" হুঁমঃ, ঢং করো না তো! আমি কি নতুন না কি! মতিগতিও তো বুঝি না! অমন হাঁ করে দেখছ কি!"

আদিত্য তৎক্ষণাৎ ওর শুভ্রললাটে আলতো স্পর্শে একটা চুম্বন করে ওর পেশীবহুল দুইবাহুতে বেষ্টন করে শ্বাসতীকে কোলে তুলে নেয়। ব্যস, পোয়া বারো শ্বাসতীর! ওতো এটাই চেয়েছিল। আদিত্যর উষ্ণ বক্ষপৃষ্ঠে ওর কোমল হস্তাঙ্গুলির মৃদুস্পর্শে সঞ্চালণ করতেই সপ্রশংস দৃষ্টি হেনে আদিত্য বলল,-"ইয়ে হুই না বাত্! যুগ যুগ জীও রানী! বিবি হো তো এ্যাসা! ঠিক জানতাম, এই কথাটাই তুমি বলবে!"

শ্বাসতীকে আলিঙ্গানে সজোরে বেঁধে নিয়ে কানে কানে বলে,-"তো মেরি জান, তুমসে এক চিজ্ মাঙ্গু, দোগে? মুঝে ড্যাডি হোনে কো মাঙ্গতা হ্যায়! বতাও, দোগে এয়া নেহি!"

সলজ্জে শাড়ির আঁচলে মুখ লুকায় শ্বাসতী। আদিত্যের ইচ্ছা-আবেগ ও অনুনয় বিনয়ে চকিতে অদ্ভুত্ একটা শিহরণ খেলে গেল ওর মন-প্রাণ, সারাশরীরে! কেঁপে উঠল বুক! মা হওয়ার সাধ, আপন সন্তানের মুখদর্শণের প্রবল ইচ্ছা বেশ কিছুদিন যাবৎ লালিত হচ্ছিল ওর অন্তরে। লালিত হচ্ছিল, একটি ছোট্ট শিশুকন্যার কোমল কণ্ঠে শ্রুতিমধুর 'মা' শব্দের প্রথম ধ্বনিতে মা হওয়ার স্বার্থকতায় ভরে উঠবে মাতৃত্বের হৃদয়। অথচ মুখ ফুটে তা উচ্চারণ করতে লজ্জা হলেও অভাব ছিল সাহসের, সন্তান ধারণের ক্ষমতা, নিজের আত্মবিশ্বাস।

বান্ধবী রুবিনার অভিজ্ঞতায় ওর অবগত আছে, প্রসবকালীন মুহূর্ত মেয়েদের জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণ! প্রচন্ড ব্যথা, কষ্ট, অসহনীয় যন্ত্রণা! জীবনের সব সুখ-আনন্দ এক লহমায় ধুলোয় মিশিয়ে দেয়। উপরন্তু কোনো জটিলতা দেখা দিলে মৃত্যুও ঘটতে পারে! শ্বাসতী জেনে শুনে বিষ পান করতে রাজী নয়! যা ঘুণাক্ষরেও জানতে দিলো না আদিত্যকে। উল্টে ভালোবাসার দোহাই দিয়ে উৎকণ্ঠায় স্বগতোক্তি করে ওঠে,-"হে মোর প্রাণেশ্বর, তুমিই আমার পৃথিবী, আমার আনন্দের ভুবন! আমার সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, আনন্দ-বেদনা সব! এই সুন্দর পৃথিবীকে দু'চোখ ভরে আগে আমায় দেখতে দাও, বুঝতে দাও! এখনো তো বছরই পুর্তী হয়নি! এতো শীঘ্রই এতবড় দায়িত্বের শিখলে আমায় বেঁধে দিওনা আদি! আমি অজ্ঞাত, অনভিজ্ঞ! কর্তব্যের প্রকোষ্ঠে এতো শীঘ্র আমায় কারাবন্দী করোনা! দোহাই তোমায়, লক্ষীটি, প্লীজ্!"

মাতাল প্রেমিকের মতো উন্মাদনার ঘোর তখনও কাটেনি আদিত্যর। উত্তেজনায় ফোঁস ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলে ক্রমশ কামনার আগুনে উত্তপ্ত হতে থাকে ওর তন-মন-সারাশরীর! বাঁধা দেবার সাধ্য কার! অপ্রত্যাশিত ভালোবাসার প্রতীক ও আপন সন্তান লাভের কামনায় বিদ্যুতের শখের মতো এক অভিনব অনুভূতি মুহূর্তে সর্বাঙ্গে ছেয়ে যায় শ্বাসতীর। নতুন করে জাগ্রত হয়, মা হওয়ার সাধ, মাতৃত্ববোধ! মায়ের মুখে শুনেছে,-"আপন সন্তান লাভেই নারীর পরিপুর্ণতা, জীবনের সার্থকতা! একদিন শ্বাসতীও সন্তানের মা হবে! ওর কোল জুড়ে খেলা করবে একটি ছোট্ট ফুটফুটে নবজাত শিশু!"

মায়ের ভবিষ্যৎ বাণী স্মরণ করতেই চোখের পাতা সলজ্জে নুয়ে পড়ে শ্বাসতীর! শাড়ির আঁচলটা কামড়ে ধরে ক্ষীণ শব্দে বলে ওঠে,-"আহা, আমি কি জানি!"
আদিত্যকে জোরে ধাক্কা দিয়ে বলে,-"এখন যাও দেখি, অফিসের দেরী হচ্ছে না তোমার!"

ইতিপুর্বে দুইবাহুতে পরিবেষ্টিত করে শ্বাসতীকে আলিঙ্গানে বেঁধে নিয়ে ক্রমান্বয়ে উষ্ণ ওষ্ঠাঘাতে ওকে উত্তপ্ত করে তোলে। চকিতে শ্বাশত লজ্জা আর আবেগের সংমিশ্রণে উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতো চোখদুটো ওর জ্বলজ্বল করে ওঠে। ইতিপুর্বে পশমাবৃত আদিত্যর প্রশ্বস্ত বক্ষপৃষ্ঠে নুয়ে পড়তেই ওর কানে কানে আদিত্য বলল,-"আর যদি না যাই!"

কিন্তু যাবে কোথায়! হঠাৎ কোথা থেকে কালো মেঘে ধেয়ে এসে শুরু হয় ঝুপঝুপ করে বৃষ্টি। দুজনে পাশাপাশি বসেছিল সোফায়। আদিত্য উঠে জানালা বন্ধ করতেই শ্বাসতীও উঠে আসে। হাত বাড়িয়ে বৃষ্টির ছাট মুখে নিয়ে খেলা করতে থাকে। আদিত্য আচমকা ওর কপালে আঙ্গুল ছোয়ায়, আঙ্গুলটা ওর কপাল থেকে নাসিকা ছুঁয়ে নেমে আসে ঠোঁটের ওপর। শ্বাসতী শিউড়ে ওঠে। সেই সঙ্গে পুলক জাগা অদ্ভুদ এক শিহরণে ওর ঠোঁট, চিবুক সমস্ত মাংসল শরীর ব্যাকুল হয়ে এক রোমাঞ্চকর উন্মাদনায় মেতে ওঠে। চোখমুখ থেকেও ঝোড়ে পড়ে আবেগ, উচ্ছাস। হঠাৎ যেন শুকনো মরুভূমির বুকে বৃষ্টি ঝড়ার মতো মন যমুনার দুকুল প্লাবিত করে প্রবল বেগে ধেয়ে আসে প্রেমের সুনামী। যেন বিনা মেঘে বজ্রপাত! যা ক্ষণপুর্বেও কল্পনা করেনি।

চকিতে অঙ্গে অঙ্গে উষ্ণ পরশে দুটি কোমল হৃদয়-মন-প্রাণ সারাশরীর লীন হয়ে একাকার! দুজন দুজনার নিঃসৃত ভালোবাসার অবগাহনে নিমজ্জিত হয়ে কামনার উত্তাল অগ্নিকান্ডে ঝাঁপ দিয়ে নারী-পুরুষের আদিম খেলার উন্মাদনায় মেতে ওঠে দুজনে।

(চার)

সংসারের সুক্ষ্য সুক্ষ্য বিষয়গুলির প্রতি আদিত্য কখনো গুরুত্ব দিতো না। মাথাও ঘামাতো না। কিন্তু ইদানিং শ্বাসতীর বিবর্তন রূপ ও বিদ্বেষপরায়ণ মন-মানসিকতায় ওকে ভীষণভাবে ভাবিয়ে তোলে। কর্ম ক্লান্তির দিনের শেষে অখন্ড অবসরেও চিন্তায় ডুবে থাকে। অফিসে এসে একদন্ডও স্বস্তি পায়না। মনই বসে না কাজে। সমস্যার জট ক্রমশ পাকিয়ে আরো জটিলতা দেখা দেয়। অফিসে বন্ধ কাঁচের ঘরে নির্জন নিরিবিলিতে বসে অগ্নিসংযোগে ধুমপান করতে করতে ভেসে বেড়ায় অস্বস্তির সাগরে। উদাস হয়ে ডুবে যায় এক অভাবনীয় ভাবনার অতল গহ্বরে।

ক্রমান্বয়ে একাকী নীরব নিস্তব্ধতায় এমন কঠিন মুহূর্ত্য বড় অসহনীয়, অসহ্য লাগে আদিত্যর! অথচ কল্পনায় অকুণ্ঠিত হৃদয়ের উজার করা নিবেদিত ভালোবাসায় শ্বাসতীকে প্রাণের ডোরে বেঁধে রাখে, বেঁধে রাখে অদৃশ্য বন্ধনে। যার সুখ, আনন্দ-বেদনার সহমর্মী হয়ে জীবনের সমস্ত দায়িত্ব পালনের দৃঢ় অঙ্গীকারের শরণাপন্ন হয়েই জলছবির মতো ওর মনঃশ্চক্ষে বার বার ভেসে ওঠে, চঞ্চল প্রাণবন্ত শ্বাসতীর বিষন্নতা, মৌনতা এবং বিমূঢ়তা। অদ্ভুদ এক বৈপরীত্য ওর! কিন্তু কেন?

বেশ কিছুদিন যাবৎ আদিত্যর দৃষ্টিগোচর হয়, ওর ভালোবাসার রাজপ্রাসাদের সুবর্ণ রং ক্রমশ একটু একটু করে মুছে যাচ্ছে। বদলে যাচ্ছে, জীবনবীণার সুর, পতন ঘটছে ছন্দের, বাজজে বেসুরে। আর সেটা শুরু হয়, চৌধুরী দম্পতীর নবজাত শিশুপুত্র অভির আগমনে। যা স্বপ্নেও কখনো কল্পনা করেনি! কল্পনা করেনি, জীবনের পরম আকাঙ্ক্ষিত স্বপ্ন আপন সন্তানের মা হতে গিয়ে নোনামাটির মতো শ্বাসতীর রূপ, যৌবন ও সৌন্দর্য্যের লাবণ্যতা একটু একটু করে শরীর থেকে ঝরে যাবে। কিন্তু এটা তো সংসারের নিয়ম! প্রকৃতির রূপবৈচিত্র্যের মতো সময়ের বিবর্তনে প্রতিটি মানুষের রূপ, যৌবন ও চেহারার পরিবর্তন অবধারিত!
বিশেষ করে মেয়েদের! রোধ করে সাধ্য কার! এ তো মানুষের নিয়ন্ত্রণের বাইরে! কিন্তু আপন সন্তান লাভ করতে হলে মায়েদের বহু কষ্ট স্বীকার করতে হয় বৈকি! অনেক সহ্য ও ধৈর্য্য ধারণ করে সন্তানের প্রতি নজর দিতে হয়, ওদের লালন-পালন করতে হয়! প্রয়োজনে নিজেদের সাধ-আহাল্লাদ, শৌখীন -বিলাসীতা, সুখ-আনন্দ-ফূর্তি সব বির্সজন দিতে হয়! কিন্তু শ্বাসতীকে বোঝাবে কে! রাত পোহালেই কারণে অকারণে খোঁটাখুটি বিষয়েই শুরু হয় ওর বিরোধীতা, কোন্দল, বাকযুদ্ধ।

মনে মনে ভাবে আদিত্য, হয়তো ওরই বোঝার ভুল! এর জন্য ও' নিজেই দায়ী! কিন্তু তাইবা হয় কি করে! সতীর ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় ওতো কখনো বাঁধা দেয়নি! ওর সুখে-আনন্দে কখনো তো হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করেনি! সংকীণতা দেখায়নি! অথচ ওর বুকের পুঞ্জীভূত কষ্টগুলিকে লুকিয়ে রাখার চেষ্টায়, পারিপার্শ্বিকতার সঙ্গে নিজেকে সম্পৃক্ত রাখার চেষ্টায়, দাম্পত্য জীবনের পারস্পরিক বিশ্বাস আর ভালোবাসাকে নতুন করে চিনতে গিয়ে শুধু জটিলতাই বাড়ে, বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়! বাড়ে দূরত্ব! তবু শান্ত সৌম্য আদিত্যর কোমল হৃদয়ের অফুরন্ত ভালোবাসা দিয়ে শ্বাসতীকে প্রাণের ডোরে বেঁধে রাখতে চাইলেও ভারাক্রান্ত হৃদয়ের চাপে ক্রমশই তিক্ত-বিষাক্ত হয়ে ওঠে ওর শরীর আর মন।

একদিন মনস্থির করে, নাঃ, এর একটা বিহীত করা দরকার, সমঝোতা করা দরকার। সতী চায় কি! কি পেলে ও সন্তুষ্ট! অহেতুক অশান্তি সৃষ্টি করে চূড়ান্ত পর্যায়ে টেনে এনে বিরূপ পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে একটি সুখী সংসার ও আনন্দোৎচ্ছল জীবনকে দুর্বিসহ করে তুলছে! একটি সুন্দর গোছানো নিয়ন্ত্রিত জীবনকে অনিয়ন্ত্রিত করে তুলছে, অর্থহীন করে তুলছে! প্রতিটি বিষয়ে ওর অনীহা, অগ্রাহ্য! জীবনের এতো রূপ-রং-রস, সুখ-শান্তি-আনন্দ ক্রমশ ওর হৃদয়পটভূমি থেকে বিলীন হয়ে যাচ্ছে! কোনো প্রাচুর্য নেই, স্বপ্ন নেই, কামনা-বাসনা, আবেগ-ইচ্ছানুভূতি কিছুই নেই! শুধু কলহ, বিবাদ আর বিরোধীতা! অপ্রাসঙ্গিকভাবে সহজ সরল আদিত্যকে দোষারোপ করা, ওকে দোষী সাব্যস্ত করা! সর্বাবস্থায় প্রমাণিত হচ্ছে, শ্বাসতীর ঈর্ষান্বিত আর স্বার্থান্বেষি মনোবৃত্তি! কিন্তু কেন?

শ্বাসতীর নির্বিকার আচরণে অত্যন্ত কষ্ট পায় আদিত্য। নির্জন নিরিবিলিতে বসে আপনমনে বিড়বিড় করে ওঠে,-
"এ জগত-সংসার বিধাতার সৃষ্টি! তিনিই মনুষ্য জীবন পরিচালনা করেন। তাঁর ইচ্ছায় সমগ্র মানুষ্যজাতি নিজ নিজ ভূমিকা পালন করে, জীবনকে উপভোগ করে! মানুষ নিমিত্ত মাত্র, একটা উপলক্ষ্য! কিন্তু আপন সন্তানের পিতা হওয়া কি অপরাধ? সন্তানের জন্ম দেওয়া কি অপরাধ? আর তার জন্য আদিত্য একা দায়ী! সব সিদ্ধান্তই কি আদিত্যর একার! উই আর মেরেইড্! রীতিমতো শাস্ত্রমতেই অগ্নি সাক্ষী রেখে, পবিত্র বিবাহ মন্ত্র উচ্চারণে স্বামী-স্ত্রী রূপে দুজন দুজনকে স্বীকার করেছি! সামাজিক, পারিবারিক ও ধর্মীয় রীতি-নীতি অনুসারেই সভ্য সমাজে স্বামী-স্ত্রী রূপে চিহ্নিত হয়েছি! শুধু তাই নয়, স্বামীর পূর্ণ অধিকার সূত্রেই সন্তানের জনক হয়েছি! যাহা যথাযথ পালন করা বংশ পরম্পরা প্রতিটি বিবাহিত স্বামীর একটা নৈতিক দায়িত্ব এবং কর্তব্য! কিন্তু বিবাহিতা স্ত্রী হয়ে সতীর কি কোনো ভূমিকাই নেই!"

ক্ষোভে দুঃখে জর্জরিত আদিত্য বাড়ি এসে বিমূঢ়-ম্লান মুখে চুপচাপ বসেছিল বাইরে ব্যাল্কনিতে! বেচারা অভি আধো আধো স্বরে-"বাবা এতেতে, বাবা এতেতে" বলতে বলতে দ্রুত ছুটে এসে
আদিত্যর কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ব্যস, সমস্ত রাগ এসে পড়ল ওর ওপর! আদিত্য বিব্রোত কণ্ঠে গর্জে উঠল,-
"আঃ, অভি, বিরক্ত কোরো না!"
ওকে খপ্ করে ধরে কোল থেকে নামিয়ে দিয়ে বলে,-"উফঃ, একটা মুহূর্ত্যও কি আমায় শান্তি দিবিনে তোরা! যা ঘরে!"

অভি আঠারো মাসের অবোধ শিশু। আদিত্যর গর্জন শুনে ভয়ে কেঁদে ফেলল ভ্যাঁ করে! কাঁদতে কাঁদতে ছুটে যাচ্ছিল মায়ের কাছে। শ্বাসতী তখন কিচেনরুমে, কর্ণগোচর হয়নি। রুটিনমাফিক পতীব্রতা স্ত্রীর মতো জল-খাবার তৈরী করছিল। কিন্তু বিধি বাম! দ্রুত পায়ে কিচেনরুম থেকে বের হতেই অভি চায়ের ট্রের উপর হমড়ি খেয়ে পড়ে। আর সাথে সাথে গরম চা ছিটকে এসে পড়ে আদিত্যর গায়ের উপর।

এমনিই রাগে ফুলছিল আদিত্য, তন্মধ্যে ঘটল একটা অঘটন। ততক্ষণে ওর গায়ের জামা ভেদ করে বুক জ্বলে ওঠে। আদিত্য আর্তনাদ করে ওঠে,-"উফ্, অসহ্য যন্ত্রণা!"
চোখমুখ রাঙিয়ে কটাক্ষ করে বলল,-"তোমরা কি আমায় পুড়িয়ে মারবে? দুর হয়ে যাও সব আমার চোখের সামনে থেকে! আমায় একা থাকতে দাও!"
বলে উত্তপ্ত মেজাজে ঘরে ঢুকে সেই যে দরজা বন্ধ করে দিলো, সেরাতে স্ত্রী-পুত্রের মুখই আর দর্শণ করলো না। গলা ফাটিয়ে শ্বাসতী চিৎকার করে ডাকাডাকি করল,"লক্ষীটি তোমার পায়ে পড়ি" বলে কত অনুনয় বিনয় করে ক্ষমা চাইল, তবু দরজা খুলল না আদিত্য। ডিনারও করলো না। পা-টান টান করে শুয়ে পড়ে বিছানায়।

কিন্তু কতক্ষণ, ঐ পর্যন্তই! রাত পোহাতেই সব ভুলে গেল আদিত্য। চোখেমুখে মলিনতার ছাপ লেশমাত্রও নেই! একদম স্বাভাবিক দেখাচ্ছে! যেন কিছুই ঘটেনি! পরদিন সকালে যথারীতি ঘুম থেকে উঠে মুখ-হাত-পা ধুয়ে, চা-জল-খাবার সেড়ে রুটিনমাফিক জীবননদীর খেয়াও বাইতে লাগল। প্রতিদিনকার মতো অফিস যাবার পথে শ্বাসতীর কপালে আলতো চুমু দিয়ে ফিস্‌ফিস্ করে বলল,-"কি, ঘুম হইছিল রাতে! কথা কও না ক্যান!"

কথাটা শ্বাসতীরই বলার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু মিষ্টি কথায় বশীভুত হয়ে এতো সহসা মোমের মতো গলে যাবার মেয়ে ও নয়! রাগে ওর সর্বাঙ্গ জ্বলছিল! বিগতরাতের আদিত্যর অকথ্য ভাষা, অমার্জিত রূঢ় ব্যবহার, চোখ রাঙিয়ে গর্জে ওঠা, সবই ওর মস্তিস্কের স্নায়ুকোষে সঞ্চালন হতে হতে গেঁথে যায় মনের গভীরে। কিছুতেই ভুলতে পারেনা, স্বাভাবিক হতে পারেনা। মন থেকেও অপসারিত করতে পারেনা। তারই গহীন বেদনানুভূতির দংশনে প্রতি মুহূর্তে ওকে পীড়া দিতে লাগল। অজানা এক আশঙ্খা প্রতিনিয়ত ওকে ধাওয়া করতে লাগল।

কিছুতেই শান্তি পায় না। মনে মনে ভাবে, অনেক বদলে গেছে আদিত্য! ও' নিশ্চয়ই কোনো মতলবে আছে! স্ত্রী-পুত্রের প্রতি আগের মতো তেমন আর স্নেহ-ভালোবাসা নেই, কোনো আগ্রহ নেই! কেমন নিস্পৃহা, নিরাসক্তি মনোভাব। সারাদিন উদাস, অন্যমনস্কভাব। তন্ময় হয়ে ডুবে থাকে আপন জগতে। বিড়বিড় করে মাথা মুন্ডু কিসব বলে। কিন্তু আদিত্যর মন-মানসিকতার হঠাৎ পরিবর্তনের কারণ কি! এ তো সুস্থ মানুষের লক্ষণ নয়! বড়ই অস্বাভাবিক!

মানসিক দুঃশ্চিন্তায় ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ে বিরহকাতর শ্বাসতী। দু'দিনেই চোখমুখ গর্তে ঢুকে গেছে! শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে ওর শরীর! হাঁড্ডিগুলি বেরিয়ে ওকে কঙ্কালের মতো দেখাচ্ছে! হ্যাঁ না ছাড়া কোনো কথাই বলছে না। সারাদিন অভিকে নিয়ে সময় কাটায়।

মনস্থির করে, রানাঘাট যাবে। বাপের বাড়ি গিয়ে ঘুরে আসবে। মন-মানসিকতা খানিকটা চেঞ্জ হবে। কিন্তু তাও হয়ে উঠছে না। অভি সাংঘাতিক দুরন্ত ছেলে। একটা মুহূর্তও চোখের আড়াল করা যায় না। ওকে নিয়ে এতোটা পথ জার্নিং করা নিরাপদ নয়। একা সামলানো যাবেনা। আর আদিত্যরও টাইম হবেনা গিয়ে পৌঁছে দেবার। এমনিই মন-মেজাজ ভালো নেই। ক্রোধে ভিতরে ভিতরে ফুলছে। এমতবস্থায় এক্সট্রা কোনো ঝামেলা মাথায় নিতে রাজী হবে না। স্রেফ এ্যাভয়েট্ করে যাবে। সেটা শ্বাসতীর সহ্য হবে না।
ভাবতে ভাবতে তন্ময় হয়ে কখন যে কল্পনায় ডুবে গিয়েছিল, খেয়ালই ছিলনা। হঠাৎ ঝন্‌ঝন্ করে টেলিফোনেটা শব্দে চমকে ওঠে! ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দ্যাখে, রাত আটটা বাজে প্রায়। চারদিক অন্ধকারে ছেয়ে গেছে!

আদিত্য তখনও ফেরেনি! ইত্যবসরে গাড়ির শব্দ শুনে ভাবল, ও' এলো বোধহয়! অভিকে দ্রুত বিছানায় শোয়ায়ে জানালায় উঁকি দিয়ে দ্যাখে, আদিত্য নয়, সুলোচনার হাজ্‌বেন্ড জয়কিষণ ঢুকছে গাড়ি নিয়ে। ভাবল, ফোন কলটা আদিত্যরই হবে হয়তো! এই ভেবে দৌড়ে রিসিভারটা তুলতেই ওপাশ থেকে ভেসে আসে বান্ধবী রুবিনার কণ্ঠস্বর!-"বাব্বা, আজকাল থাকসি কোথায় তুই? পাত্তাই পাওয়া যায় না! ফোন দিসনা কেন?"

বিষন্ন গলায় শ্বাসতী বলল,-"আর বলিস কেন, ছেলেটা এতো দুরন্ত হয়েছে, ওকে নিয়ে পেরে উঠি না! সারাক্ষণ চোখে চোখে রাখতে হয়! একটা মুহূর্তও সময় পাই না!"

-"সে কিরে, একটা নিয়েই হিমশিম খাচ্ছিস! আমার তো এখন থার্ড ইস্যু চলছে! তা...!"

নিঃশব্দে হেসে ফেলল শ্বাসতী। রুবিনাকে বাঁধা দিয়ে বলল,-"তা'হলে তো খুউব মজায় আছিস তোরা! পারিসও বটে! এতো শক্তি কোত্থেকে পাস তোরা!"

-"কি বুড়িগোর মত কথা কস লো! তড়া কম কিসে! মিয়া বিবি দুজনেই জুয়ান, তগোর হাট্টা হোট্টা শরীল! পোলাপাইন বিয়া দিছস! নাতি-পুতি হইছে! এখনো বাচ্চাই বড় হইল না!"

-"ছাড়তো তুই, ঐ কোর্স কবে কমপ্লিট করে ফেলেছি! বাব্বা, রক্ষে করো! এ জনমে আর নয়! তাহলে সোজা শ্মশ্মাণ ঘাটে চলে যেতে হবে!"

-'এ্যাঁ, কস্ কিলো! বালাই ষাট্! এতো সক্কালে মড়বি ক্যান! কোণ্ দুঃখে! তুই তো দেখতাছি এক্কারেই বেরসিক!"

-'রাখ তো ওসব কথা! এতদিন ছিলিস কোথায় তাই বল? একেবারে লাপাত্তা! ভাবলাম, দেশ ছেড়েই চলে গেলি নাকি! তা কেমন আছিস তোরা বল?'

খিল খিল করে হেসে ওঠে রুবিনা। সহাস্যে বলল,-"ঐ যে কইলাম, ভালোবাসার ফসল চাষ করতাছি!"

-'এ্যাই, ফাইজলামি করিস না তো! তিন বাচ্চার মা হতে চল্লি, এখনো সিরিয়াস হতে পারলি না!"

শুনে চুপ করে থাকে রুবিনা। হঠাৎ গলার স্বর নিচু করে বলল,-"আরে সেই জন্যই তো ফোন দিছি! শুইনলে তড় ঘাম ছুইট্যা যাইব গিয়া! আছস কেমন কয়? তগোর খবর সব ভালো তো!"

-"আরে বাবা, হ্যাঁ, হ্যাঁ, সব ভালো! হয়েছেটা কি আগে বল!"

এবার সিরিয়াস হয় রুবিনা। ফিস্‌ফিস্ করে বলল,-"আমাগো বিল্ডিং-এ কি ভয়ঙ্কর একখান্ কান্ড ঘটছে জানস! খবরেও দ্যাখাইছে, শুনস নাই!'

আঁতকে ওঠে শ্বাসতী। ভয়ার্ত কণ্ঠে বলল, -"কি হয়েছে রে!"

-"ঐ পরকীয়া ঘটনা, বুঝস না! বুইড়্যা বেটা একখান্ কার লগে কি ফষ্টিনষ্টি করছিল! শুইন্যা হ্যাড় বৌ খুব অশান্তি করছে! ব্যস, ব্যাটায় ধরছে বৌয়ের গলা টিপ্পা...!"

মরার উপর পড়ল খাড়া। শোনামাত্রই বুকটা ধুক্ করে কেঁপে উঠল শ্বাসতীর! ওর হৃদস্পন্দনটা আরো দ্রুত গতীতে চলতে লাগল। একটা ঢোক গিলে বলল,-"বৌটার কি হ'ল, বেঁচে আছে!"

-"বাঁচব ক্যাম্নেরে! এত্তো জোরে টিপ্পা ধরছে, হে এক্কারে মাইরাই ফ্যালছে বৌরে! ব্যস ধরছে পুলিশে! ব্যাটায় এহন কাঁন্দে! খাইব সারাজীবন বইয়া বইয়া মামার বাড়ির ভাত!"

-"এ্যাঁ, বলিস কিরে! বউটাকে একেবারে মেরেই ফেলল!"
শিউড়ে উঠল শ্বাসতী। ওর রোমহর্ষক হয়। রুদ্ধ হয়ে যায় কণ্ঠস্বর! গলা দিয়ে আর আওয়াজই বের হয় না!

ইতিপুর্বে ফিক্ করে হেসে ফেলল রুবিনা। শ্বাসতীকে কাঁপিয়ে দিয়ে বলল,-'আরে এয়ার, কামাল হ্যায়! কাঁহা খো গয়ী হ্যায় ভাই? তু তো জান হ্যায় তেরি পতীকি! ইতনি ডর গই তু!"

হ্যাঁ, সত্যিই ভয় পেয়ে গিয়েছিল শ্বাসতী। আঁতঙ্কে ওর বুক শুকিয়ে গিয়েছিল। শুধু চেহারাই নয়, সেদিন থেকে মুখের হাসিও একেবারে বিলীন হয়ে গেল। অজানা আশঙ্কায় অক্টোপাসের মতো ওকে আষ্টে-পিষ্টে ঘিরে ধরলো! রাতের অন্ধকার ঘনিয়ে এলে ফোঁস ফোঁস করে ঘনঘন নিঃশ্বাস ফেলে হাঁপাতে থাকে। উদ্বেগ, উৎকণ্ঠায় রাত পোহায়। নাওয়া-খাওয়াও প্রায় বন্ধ হয়ে যায়।

(পাঁচ)

কোম্পানীর নিউ প্রোজেক্ট নিয়ে আদিত্য সারাদিন এতো ব্যস্ত থাকে, সংসারের কোনদিকে ঠিক মতো নজর দিতে পারে না। সকালে বের হয়, রাত্রিরে ফেরে। কিছুদিন যাবৎ নিজের স্ত্রী-পুত্রের সাথেও দেখা সাক্ষাৎ হয় না! মনস্থির করে, এবার সামার ভেকেশনে সাময়িক অবসর নিয়ে স্ত্রী-পুত্রকে সঙ্গ দেবে। একঘেঁয়ে রুটিনমাফিক বন্ধ জীবন থেকে বেরিয়ে এসে সপরিবারে অবকাশ যাপনে সমদ্র-সৈকতে যাবে, চেঞ্জে যাবে। কিন্তু বিধিই বাম! আকস্মিক শ্বাসতীর শরীর স্বাস্থের অবণতি দেখা দিলে অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়ে। ভাবল, কোনো বার্ধক্যজনিত রোগেই আক্রান্ত হয়েছে শ্বাসতী! শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে ওর শরীর! হাড্ডিগুলি চামড়া ঠেলে বেরিয়ে এসেছে!

একদিন হঠাৎ দুপুরে বিনা নোটিশে আদিত্য বাড়িতে এসে হাজির। কলিং-বেলটা টিপে বলছে,-"কোই গো অভির মা, শিগ্‌গীর রেডি হও!"

ঘু ঘু ডাকা নিঝুম দুপুর। বিজলী নেই, লোড-শেডিং। বাইরে ঝলসে ওঠা রোদ্দুরের তাপে ঘামে ভিজে একেবারে চিপসে যাচ্ছিল শ্বাসতী। জানালার ধার ঘেষে গজিয়ে ওঠা বিশাল কদমগাছের ছায়ায় মাদুর পেতে শুয়েছিল, চোখটা লেগে আসতেই লাফ দিয়ে ওঠে। -"কি, রেডি হও মানে! ওকি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখলো না কি!"

ততক্ষণে দরজা খুলে ভিতরে ঢুকে পড়েছে আদিত্য। ওকে দেখামাত্রই অদ্ভুদ দৃষ্টি মেলে চেয়ে থাকে। ওর আপাদমস্তক নজর বুলিয়ে বলে,-"রসিকতা করার আর সময় পেলে না!"

সামান্য চটে গিয়ে আদিত্য বলল,-"তুমি কি আমায় পাগল ভেবেছ! রসিকতা করবো আমি!"

কটাক্ষ করে শ্বাসতী বলল,-"তা'হলে হঠাৎ এই অসময়ে, যাবে কোথায় শুনি!"

-"কেন, ডক্টরস্‌ ক্লিনিকে! রেডি হইতেই তো লাগব দশ ঘন্টা! তোমার শরীরটার কি দশা হইছে
দ্যাখছ না! তোমার এমিডিয়েট্‌ একবার চেক্‌আপ করান দরকার! কি ব্যারাম যে ঢোকাইলা, ভগবানই জানে!"

পাগলের প্রলাপ মনে হলো শ্বাসতীর। হঠাৎ আদিত্যর আর্বিভাবে অস্বস্তিবোধ করে মনে মনে। চোখ দিয়ে যেন আগুনের গরম শলাকা বের হচ্ছে। আদিত্যর চোখে চোখ পড়তেই তীক্ষ্ণ কণ্ঠে গর্জে ওঠে,-"কিচ্ছু হয়নি আমার, হয়েছে তোমার, তুমি যাও ডাক্তারখানায়, ভেবেছ আমি টের পাইনি! ঐ চায়ের দোকানে আড্ডা দিয়ে না জানি ছাই ভস্ম কিসব গিলে এসে আবোল-তাবোল বকতে শুরু করেছে! একজন সুপরিচিত ব্যারিষ্টার পিতার সুযোগ্য পুত্র হয়ে এটাই কি তোমার আদর্শ, মনোবৃত্তি!

উফঃ ভাবাই যায় না! কতগুলি লম্পট, আন্‌এ্যডুকেটেড্‌ পার্সন, ওদের সাথে বসে বসে গিলতে তোমার লজ্জা করে না! একবার ভেবেছ, এর অন্তিম পরিণতি কি ভয়ঙ্কর! কপাল মন্দ না হলে কি এসব দেখতে হতো কোনদিন! হাঁ করে দেখছ কি! যাও, যেখানে বসে গিলছিলে, সেখানেই গিয়ে থাকো গে! অন্তত একটু স্বস্তিতে নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচি! আমায় রেহাই দাও! কি পাপ যে করেছিলাম...!"

অনবরত বকতে বকতে গলা ভারি হয়ে আসে শ্বাসতীর। অশ্রুকণায় চোখদু'টো ছলছল করে ওঠে। অভিকে কোলে নিয়ে হনহন করে দ্রুত ঘরে ঢুকে দরজাটা বিকট শব্দে বন্ধ করে দিলো।

মুহূর্তের জন্য হতভম্ব হয়ে যায় আদিত্য। হাঁ করে থাকে। কিছুতেই ওর বিশ্বাস হয় না! আজ ও এ কি শুনলো! স্ত্রী হয়ে এসব আজগুবি কথা, অকথ্য ভাষা উচ্চারণ করতে পারল সতী! বিবেকে ওর এতটুকু বাঁধলো না! যেন বিনা মেঘে বজ্রপাত! ক্ষনপুর্বেও তো কল্পনা করা যায় নি! এও কি আদিত্যর অপরাধ!
মনে মনে প্রচন্ড কষ্ট পায় আদিত্য। ফোঁস করে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে বসে পড়ে সোফায়। **কপাল চাপড়িয়ে** স্বগতোক্তি করে ওঠে,-"হায়রে অদৃষ্ট, কারে বুঝাই! অফিস কামাই কইরা হ্যাড় লাগেই আইলাম, আর হেই বুঝলো না!"

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙ্গাতেই মেজাজটা আরো খাট্টা হয়ে গেল আদিত্যর। এমনিতেই অনিদ্রায় প্রচন্ড মাথা ধরে আছে। রাতে একটুও ঘুম হয়নি! সকাল থেকেই ঠান্ডা আবহাওয়া। আকাশটাও মেঘাচ্ছন্ন। ওয়াশরুমে ঢুকে মুখ-হাত ধুয়ে বেরিয়ে আসতেই শুরু হয় প্রচন্ড ঝড়-তুফান, একই সাথে মুসলধারে বৃষ্টি। সহসায় থামবার লক্ষণ নেই।

অন্যদিন হলে অফিস কামাই করতো। স্ত্রী -পুত্রের সাথে বাড়িতে সময় কাটাতো, সঙ্গ দিতো। কিন্তু আজ ওর পুরানো অভ্যেস ফের মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। কখন যে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়েছে, শ্বাসতী টের পায়নি। হঠাৎ বিড়ালছানার মতো অভির কাঁন্নায় ঘুম ভেঙ্গে যায়। চোখ মেলে দ্যাখে, আদিত্য বিছানায় নেই। সদর দরজার আওয়াজ হতেই ভাবল, মর্নিং-ওয়াক করতে গেল বোধহয়! কিন্তু কোথায়, ন'টা বাজে, দশটা বাজে, আদিত্যর পাত্তাই নেই! উদ্বিগ্ন হয়ে দৌড়ে আলমারীটা খুলে দেখলো, ওর লেদারের কালো হ্যান্ড ব্যাগটাও ড্রয়ারে নেই! আশ্চর্য্য, এমন দুর্যোগের মধ্যে আদিত্য কি অফিসে বেড়িয়ে গেল! ওতো কখনো এতো আর্লি মর্নিংএ বের হয়না! আবার পরক্ষণেই ভাবল, নিশ্চয়ই জরুরী কোনো মিটিং আছে বোধহয় অফিসে!

দেখতে দেখতে বেলা গড়িয়ে গেল, দুপুর পেরিয়ে সন্ধ্যে ঘনিয়ে এলো, কিন্তু আদিত্যর কোনো ফোন এলো না। অথচ প্রতিদিন অফিসে পৌঁছে ফোন দেয়। সংসারের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রীর ফর্দ লিখে নেয়। ফিরতি পথেই গ্রোসারীটা সেড়ে আসে। কিন্তু আজ কান্ডজ্ঞানহীনতায় আদিত্যর অসন্তোষ আচরণে হাজার প্রশ্নের ভীড় জমে ওঠে শ্বাসতীর। ও' এমন কি অপরাধ করেছিল! মানুষের কি ভুল-ভ্রান্তি হয়না! গতকালের অমার্জিত রূঢ় ব্যবহারের জন্য ও' নিজেই অনুতপ্ত, লজ্জিত! কিন্তু সেটা তো আর ইচ্ছাকৃত ঘটেনি, ক্রোধের বশীভূত হয়ে অন্তরের লালিত অপ্রিয় সত্য কথাগুলিই মুখ ফসকে বেরিয়ে গিয়েছিল! তার জন্য এতবড় শাস্তি!

শ্বাসতী কখনো গভীরভাবে এত বেশী ভাবতে পারেনা। মনে মনে ভাবল,-"কোথায় আর যাবে! জামাই আদর করে খাওয়ানোর মতো তেমন কোনো বান্ধব বা আত্মীয়-পরিজন এ তল্লাটে কেউ নেই! রাগ পড়লেই শুর শুর করে এসে ঢুকে পড়বে বাড়িতে!"

কিন্তু মুখে যাই বলুক, রাত ক্রমশ বাড়তে থাকলে অজানা আশঙ্খায় শ্বাসতীর গলা শুকিয়ে কাঠ। দুঃশ্চিন্তায় অস্থির হয়ে ওঠে। কিছুতেই স্বস্তি পায়না। কি অপরিসীম উদ্বেগ উৎকণ্ঠায় ওর সময় বইতে থাকে। জলজ্যান্ত একটা মানুষ সারাদিন গেল কোথায়! কোনো বিপদ হয়নি তো!

রাত প্রায় এগারোটা বাজে। আশেপাশে কারো সাড়া শব্দ নেই! চারদিক নিঝুম নিস্তব্ধ। জানালা দিয়ে গলা টেনে দ্যাখে, সুলোচনার কিচেনরুমে আলো জ্বলছে। ভাবল, গিয়ে ওর সাথেই শলা-পরামর্শ করি, একটা সাজেশান তো পাওয়া যাবে।

এই ভেবে অভিকে ঘুম পাড়িয়ে শ্বাসতী বেরিয়ে আসে বাইরে। বেরিয়েই দ্যাখে, আলোটা নিভে গেল। তক্ষুণি নিশুথি রাতের মতো গাঢ় নিস্তব্ধতায় ছেয়ে গেল। জন মানব শুন্য! হঠাৎ দ্যাখে, রাস্তার একটা কুকুর লেজ নাড়তে নাড়তে মাতালের মতো ওর দিকেই ছুটে আসছে। কুকুরটা পাস করে যেতেই গা-টা ছমছম করে উঠল। হঠাৎ কানে ভেসে এলো, পুরুষ কণ্ঠস্বর, গুঞ্জরণ। দুরে কোথাও হৈ-হট্টোগোল হচ্ছে! খানিকটা এগিয়ে যেতেই বোধগম্য হয়, ওরা আশে-পাশেই কোথাও দলবব্ধ হয়ে আড্ডা দিচ্ছে।

গভর্নমেন্ট কলোনীতে ঢুকতেই মেইনগেটের একটু আগে বাসরাস্তা। রাস্তার বাঁ-পাশে বহুদিনের পুরানো বাঁশের রেরা দিয়ে তৈরী ছোট্ট একটি চায়ের দোকান। দোকানদার লোকটা বিহারী। চা -জলপানি বিক্রি করেই তার যৌবন পেরিয়ে প্রৌঢ়ত্বে এসে ঠেকেছে। ভাঙ্গা ভাঙ্গা বাংলা বলে। খুব অমায়িক লোক। নাম চমনলাল। সে বাচ্চা, বুড়ো সবার প্রিয়। সন্ধ্যে হলেই অবসর প্রাপ্ত ক'য়েকজন বয়স্ক লোক তার চায়ের দোকানে আড্ডা দিতে আসে। পারস্পরিক সুখ-দুঃখের গল্প করে, আনন্দ-বেদনা শেয়ার করে। কোন কোনদিন বেশ জমিয়ে তাশের আড্ডা বসে যায়।

চমনলাল কখনো আপত্তি অভিযোগ করেনা। বেচা বিক্রির চেয়েও একাকী নিঃসঙ্গতায় মানসিক শূন্যতাবোধ তার কখনো মালুম হয়না! তাদের দেখাদেখি আশে-পাশের মস্তান গোছের ছেলেরা মাঝে-মধ্যে দোকানে বসে তামাক খায়, বিড়ি টানে। রাতে ফিরতি পথে আদিত্যকে "সালাম স্যার, গুড্ নাইট" বলে অত্যন্ত সাবলীলভাবে আন্তরিক ভ্রাতৃত্ববোধ প্রদান করে। আর চমনলাল সকাল-সন্ধ্যে প্রতিদিন দু'বেলা কপালে হাত ঠুকে সেলিউট করে বলে,-
"রাম রাম স্যার, রাম রাম!"

আর সেটা একটা ডেলি রুটিনের মতো দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। শ্বাসতী প্রায়ই শুনতো আদিত্যর মুখে। কিন্তু নিঝুম নিস্ত ব্ধ রাতের ভয়ঙ্কর চেহারা কখনো ও' চোখে দ্যাখেনি। চারদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার। রাস্তার বিজলীবাতিগুলিও ক্ষীণ আলোয় মিটি মিটি করে জ্বলছে। মেইন রাস্তা থেকে একটু ভিতরের হাইরাইজ বিল্ডিংএর দক্ষিণ দিকের বিস্তৃত আলোর উজ্জ্বল আভায় ওর অনুমেয় হয়, চমনলালের চায়ের দোকান এখনো বন্ধ হয়নি।

এই ভেবে গুটি গুটি পায়ে খানিকটা এগিয়ে যেতেই বুকটা ওর ছ্যাঁৎ ওঠে! -এ কি, আদিত্য না!
চোখ পাকিয়ে দ্যাখে, হ্যাঁ, ওই তো বসে আছে আদিত্য! বাড়ি না গিয়ে এতরাত পর্যন্ত এখানে করছে কি ও'! ওওকি ছন্নছাড়ার মতো রাস্তার কতগুলি বখাটে ছেলেদের সাথে তাশের আড্ডায় মজে গেল নাকি! ওকে যে বাড়ি ফিরতে হবে, সেটাও কি ভুলে গিয়েছে ও'!

রাগে পিত্তি জ্বলে উঠল শ্বাসতীর। কটাক্ষ করে চেয়ে থাকে। তবু নিজের চোখদুটোকে কিছুতেই বিশ্বাস হয়না। সন্নিকটে এগিয়ে গিয়েই থমকে দাঁড়ায়। ভিতরে ভিতরে রাগে ফুঁসতে থাকে। একটা শব্দ উচ্চারণ করতেও ওর প্রবৃত্তি হলোনা। ওদিকে অপ্রস্তত আদিত্যর অবস্থাও তদ্রুপ। অপ্রত্যাশিত শ্বাসতীর আর্বিভাবে অন্তরে পুষে রাখা ক্রোধ, মান-অভিমান ভুলে গিয়ে বাক্যাহত হয়ে পড়ে। ওর তাশের আড্ডার সঙ্গী-সাথীরাও মুহূর্তের জন্য হকচকিয়ে যায়। একে অন্যের মুখপানে জিজ্ঞাস্য দৃষ্টিতে তাকায়। কিন্তু বুঝতে কারো অসুবিধা হলো না। ততক্ষণে নিজেকে সামলে নেয় আদিত্য। কিন্তু ওযে মারাত্মক ভুল করে ফেলেছে, তা বোধগম্য হতেই অপরাধীর মতো ক্ষমা পাথীর দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। ইতিপুর্বে শ্বাসতী পিছন ফিরতেই অস্ফুট আর্তনাদ করে ওঠে,-" সতী যেও না, দাঁড়াও, একলা যেওনা!"

বাসরাস্তা থেকে কলোনীর এতোটা পথ পাশাপাশি দু'জনে হেঁটে এলো একটা শব্দও উচ্চারণ হলো না শ্বাসতীর! ভিতরে ভিতরে ওযে রাগে ফুলছে, তা ওর পদাচরণেই বেশ বোঝা যাচ্ছে! তাতে কষ্ট পেলেও ক্ষীণ কণ্ঠে আদিত্য বলল,-"অযথাই ভুল বুঝেছিলে, দেখলে তো ফল ভালো হয়না। দম্ভের অবগাহনে ক্ষণিকের একান্ত গুরুত্বপুর্ণ বিষয়গুলিকে নেগ্লেন্সি করে আজ নিজেই নিজের বিপদ ডেকে এনেছিলে! ভাগ্যিস দুরে কোথাও চলে যাইনি! নইলে কি যে হতো! এমন ভুল আর কক্ষনো কোরো না! অভি কোথায়? ঘুমোচ্ছে বুঝি! ওকে কার কাছে রেখে এলে? কি, কিছু বলছো না যে! বলছি তো, আই এ্যাম সো সরি!"

শ্বাসতী নিরুত্তর। রাগে সর্বাঙ্গ জ্বলছে। শাড়ির আঁচলে গা-টা ঢেকে দ্রুতগতীতে হাঁটতে থাকে। গম্ভীর হয়ে আদিত্য বলল,-"কথার উত্তর দিচ্ছো কেন সতী! আমি তোমাকে বলছি, শুনতে পাচ্ছো না! অভি কোথায়? এতো রাতে ওকে কার কাছে রেখে এসেছ!"

গ্রাহ্যই করলো না শ্বাসতী। ফোঁস ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলে বড় বড় পদক্ষেপে দ্রুত এগিয়ে গিয়ে ঢুকে পড়ে ওদের কলোনীতে।

আদিত্য অত্যন্ত শান্তিপ্রিয় এবং ঠান্ডা মেজাজের মানুষ। ওর সহজে মাথা গরম হয়না। তন্মধ্যে নিঝুম নিস্তব্ধ রাত। রাজ্যের পশু-পক্ষী সবাই নিদ্রায় মগ্ন। মনে মনে আশঙ্কা করেছিল, এখুনি বিস্ফোরণ একটা ঘটবে! সতী অকথা কুকথা শুরু করে দেবে। এমনিই ক্রোধের বশীভুত হয়ে একটা অপরাধ করে ফেলেছে, তার জন্য ও' খুবই অনুতপ্ত! নিজেকেই অপরাধী মনে হয়! কিন্তু আজ শ্বাসতীর অগ্রাহ্য, অশ্রদ্ধা ও বেপরোয়া মনোভাবে সাংঘাতিক চটে যায়। চোখমুখ ওর লাল হয়ে উঠে। চেয়েছিল এখুনি এর একটা বোঝাপড়া করে নিতে, একটা ফ্যায়সালা করতে! সতী চায় কি! কি পেলে ও' শান্তি পাবে! এতো কথার পরও এখনো রাগ পড়ে না! মেয়ে মানুষের এতখানি বাড়াবাড়ি মোটেই ভালো নয়! ইট ইস্ টু মাচ্!

কিন্তু লোক জানাজানি হোক, পাছে লোকে কিছু বলুক, মান-ইজ্জত ক্ষুন্ন হোক, পরিহাস করুক, পাড়া-প্রতিবেশীর কাছে সমালোচিত হোক, এসব কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারবে না আদিত্য। এই ভেবে সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলিকে নিয়ন্ত্রণে রেখে, প্রবৃত্তিকে দমন করে স্বাভাবিক হবার চেষ্টা করে। শরীরেও তেমন জোড় নেই। সারাদিনের কর্মব্যস্ততার শেষে অবসন্নতায় নিস্তেজ হয়ে পড়েছে। শ্বাসতীর পিছে পিছেই চুপচাপ নৈঃশব্দে ঢুকে পড়ল বাড়িতে। লম্বা একটা হাই তুলে হাত-পা ছড়িয়ে সোফায় বসে পড়ে।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দ্যাখে, অনেক রাত হয়ে গেছে, দেড়টা বাজে প্রায়। বাইরে ঝুরঝুরু হীমেল হাওয়া বইছে। চোখ জুড়ে আসছে তন্দ্রায়। উঠে বিছানায় গিয়ে শোবে, ইচ্ছেই করছে না। ততক্ষণে শ্বাসতী ওর ঘরে ঢুকে পড়েছে। হঠাৎ লিভিং-রুমের ক্ষীণ আলোয় টি-টেবিলে পড়ে থাকা ৫৫৫ সিগারেটের প্যাকেটটা নজরে পড়তেই ধুমপানের নেশা ওঠে। হাত বাড়িয়ে প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট বার করে অগ্নিসংযোগে পুরুষালি ইমেজে লম্বা টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়ে। অথচ ধুমপান ওর নিষিদ্ধ।

ওর স্বাস্থের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। ফেমিলি ফিজিশিয়ান ডঃ শুভেন্দু ওকে আগেই ইনফ্রম করে দিয়েছেন। শ্বাসতীও শপথ বাক্যে চিরদিনের মতো বর্জন করতে বলেছিল! ভেবেছিল, হয়তো এক্ষুনি দরজা খুলে বেরিয়ে আসবে, আপত্তি করবে, ওকে বাঁধা দেবে, মা-ঠাকুমার মতো শাসন করবে, অভিমানী হয়ে কাঁন্নায় অশ্রু প্লাবিত

করবে। অথচ শ্বাসতী নীরব, নির্বিকার। কোনো প্রতিক্রিয়াই দেখা গেল না। সারাঘরে সিগারেটের গন্ধ ছড়িয়ে পড়তেই মনে মনে বলল,-"আদিত্য রসাতলে যাক, জাহান্নামে যাক, যা খুশী করুক, তাতে ওর কিচ্ছু এসে যায় না!

যেখানে কোনো আকর্ষণ নেই, ভাব-ভালোবাসা নেই, আর প্রয়োজনই বা কি! প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে আদিত্যর। ওকে আকৃষ্ট করার মতো কিই বা আছে! বহুদিন আগেই ঝড়ে গেছে শ্বাসতীর কোমনীয় রূপ, রং-যৌবন, চেহারার সৌন্দর্য্য সব! আদিত্যকে প্রাণের ডোরে বেঁধে রাখার মতো আজ ওর কিছুই নেই! আর দ্বিতীয়ত, পুরুষ মানুষের মন কচুপাতার জলের মতো, কখনো একই জায়গায় স্থির থাকে না। তা প্রকাশ্যে দৃষ্টিগোচর না হলেও ভিতরে ভিতরে বাইরের চোখ ধাঁধানো রূপ আর চমকপ্রদ রঙেই ওরা সর্বদা মোহিত!

শ্বাসতী মনস্থির করে, আদিত্যর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে, ওকে মুক্ত করে বরাবরের জন্য চলে যাবে বাপের বাড়ি। কখনো আর দর্শণ দেবে না। আরো কত কি জল্পনা-কল্পনা করে! হঠাৎ ওর মনের মধ্যে একটা আশঙ্কা চাড়া দিয়ে ওঠে, সন্দেহের দানা বাঁধে। আজকাল মন মেজাজও কেমন উদাসীন, অন্যমনস্কভাব আদিত্যর! মোটেই ভালো ঠেকছে না! সারাক্ষণ কি যেন চিন্তা করে! মতিগতিও ঠিক বোঝা যাচ্ছে না! পুরুষ মানুষের অসাধ্য কিছু নেই! ওরা অনায়াসে সব পারে করতে! একদিন ওওযে শ্বাসতীর গলা টিপে ধরবে না, তার কি গ্যারান্টি আছে! নিশ্চয়ই কোনো কু-মতলবেই আছে আদিত্য!

ভেবে ভেবে অস্থির শ্বাসতী। আশঙ্কায় কেঁপে ওঠে ওর বুক। কিছুতেই শান্তি পায়না। অহেতুক মনের মধ্যে সন্দেহ পোষন করে ভীত সন্ত্রস্তে ওর বুক শুকিয়ে কাঠ। কোনো কথাবার্তা নেই! মুখে হাসি নেই! সারাদিন সংসারের কাজে নিজেকে অকুপাইট রাখে। কিছুতেই ধরা দেয়না। আদিত্য ওর সন্নিকটে এগিয়ে এলেই ওকে উপেক্ষা করে দ্রুত সড়ে আসে আড়ালে।

(ছয়)

সাধারণত প্রতিদিন সকাল ন'টায় আদিত্য বেরিয়ে যায় অফিসে। অথচ ন'টা বেজে গেছে সেই কখন, রৌদ্রে ঝলমল করছে চারিদিক। আদিত্য তখনও ঘুমোচ্ছে। প্রতিদিনকার মতো শ্বাসতী যথারীতিই চা-জল-খাবার তৈরী করে বসে বসে টিভি দেখছিল। হঠাৎ ঝন্‌ঝন্‌ করে বেজে ওঠে টেলিফোন। শ্বাসতী দৌড়ে গিয়ে রিসিভারটা তুলে ধরতেই ওপাশ থেকে ভেসে আসে মহিলা কণ্ঠস্বর। ইতিপুর্বে পাশের ঘর থেকে রিসিভারটা তুলে আদিত্য বলল,- "ইয়েস ম্যাডাম, ডোন্ট ওরি! আই হ্যাভ ডান অলরেডি! মিষ্টার শেঠীর রিকমেন্ডেই অর্ডার পেপার সাইন হয়ে গেছে! হেড-অফিস থেকে ট্রাঙ্কল এসেছে! আমরা আজই রাতের ফ্লাইটে দিল্লী রওনা হচ্ছি! ও.কে! সি ইউ! বাই!"

শুনে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলো শ্বাসতী। ভাবল, ক'টাদিন একটু নিশ্চিন্তে থাকা যাবে! কিছুদিন যাবৎ ঠিকমত ঘুমই হচ্ছিল না রাতে! জিনাই হারাম করে দিয়েছিল!

কিন্তু ক'দিন! দিল্লী থেকে ফিরে এসে আদিত্য নোটিশ করে, ওর আগমনে শ্বাসতী মোটেই খুশি হয় নি! কেমন ব্যতিক্রম দৃষ্টিভঙ্গী, ঈর্ষান্বিত বিদ্বেষপরায়ণ মনোভাব! যেন অপরাধ করে এসেছে আদিত্য! গত সাতদিন কোথায় ছিল, কেমন ছিল, কিভাবে ছিল, কোথায় কি খাওয়া-দাওয়া করেছিল, এসব জানার কোনো আগ্রহই প্রকাশ করছে না! কথাবার্তাতেও কেমন জড়তাভাব! মুখে হাসি নেই, মনে আনন্দ নেই, উৎসাহ নেই, আবেগ নেই! ওর অনুপস্থিতিতে দুদিনেই অনেকখানি বদলে গেছে শ্বাসতী! শুধুমাত্র সাংসারিক দায়িত্বশীল অঙ্গন থেকে চ্যুতি-বিচ্যুতিই নয়, স্বামীর প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি, প্রেম-ভালোবাসা, চাওয়া-পাওয়ার ইচ্ছা-অনুভূতি কিছুই নেই ওর! ব্রত পালনের বাহানায় স্বামীর অধিকার থেকে আদিত্যকে বঞ্চিত করে ওযে ক্রমশ দুরে সড়ে যাচ্ছে, সেটা কি আদিত্য টের পায় নি ভেবেছে!

পরদিন বিকেল হতেই শুরু হয় প্রচন্ড ঝড়-বৃষ্টি-তুফান! সেই সঙ্গে গুড়ুম গুড়ুম মেঘের গর্জন, বিদ্যুতের বাঁকা ঝিলিক। রাজ্যের ধুলোবালি উড়িয়ে, গাছের ডালপালা ভেঙ্গে মুছড়ে প্রলয়ঙ্করী বেগে ছুটে চলে দিগ্বিদিকে। এমতবস্থায় ভয়ে অস্থির হয়ে ওঠে অভি। ছুটে গিয়ে মাকে জড়িয়ে ধরে। শ্বাসতী ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ে। কিছুতেই শান্ত করতে পারেনা। ওকে বুকে জড়িয়ে ধরে বিছানায় শুয়ে শুয়ে লালপরী, নীলপরীর গল্প শোনাচ্ছিল। কখন যে সন্ধ্যে ঢলে পড়েছে, ওর বোধগম্যই হয় নি। তন্দ্রা লেগে আসে চোখে। ইতিমধ্যে আদিত্য ফিরে এসে দ্যাখে, মা-ছেলে দুজনেই ঘুমোচ্ছে।

আদিত্যও আর ডাকাডাকি করল না। নিজেই রান্নাঘরে ঢুকে ফ্রিজে রাখা গাজরের হালুয়া, আর পড়োটা মুখে দিয়ে পেটের ক্ষুধা নিবৃত্তি করে কিন্তু ক্লান্তি দুর হলো না। বেচারা একটুও বিশ্রাম পায় না। আর্লিমর্নিং-এ বেরুতে হয়।

সারাদিন কাজে ব্যস্ত থাকে। প্রতিটি সেন্টারে ঘুরে ঘুরে কনস্ট্রাকশনের কাজগুলি ওকেই ভেরিফাই করতে হয়। তারপর বাড়ি এসে আর এনার্জী থাকে না। টি.ভিতে নিউজ দেখতে দেখতেই নিদ্রাদেবীর বাহুমন্ডলে ঢোলে পড়ছিল। কোনরকমে উঠে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ে। ততক্ষণে বৃষ্টি থেমে গেছে। ঠান্ডা আবহাওয়া। শীততাপে নিয়ন্ত্রণে ভরে গেছে সারাঘর। সবাই গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। হঠাৎ ঘুমের ঘোরে বলিষ্ঠ বাহুতে শ্বাসতীকে বেষ্টন করতেই ওর ঘুম ভেঙ্গে যায়। শ্বাসতী তৎক্ষণাৎ চিৎকার করে ওঠে,-"ও মাগো, আমায় মেরে ফেলল গো, মেরে ফেলল!"

চিৎকার শুনে আদিত্য তন্দ্রাজড়ানো চোখে লাফ দিয়ে ওঠে। মুহূর্তের জন্য ওর দিগ্বিবিক জ্ঞান শুন্য হয়ে গিয়েছিল। ঠাহরই করতে পাচ্ছিল না, স্বপ্ন না বাস্তব! চোখ মেলে দ্যাখে, হাত-পা কুঁকড়ে আড়ষ্ঠ হয়ে বিছানায় বসে আছে শ্বাসতী। ফোঁস ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলে হাঁপাচ্ছে। বলল,-"হ্যাঁগো, আমায় কিছু কইলা! উইঠ্যা বইস্যা আছ ক্যান? খাইছ কিসু! রাত অনেক হইছে! খাইয়া লও কিছু!"

আশঙ্কায় তখনও ধুক্‌ধুক্ করে বুক কাঁপছিল। স্বর রুদ্ধ হয়ে আসে কণ্ঠস্বর। আওয়াজই বের হচ্ছিল না গলা দিয়ে। ভয়ার্ত চোখে ফ্যাস্‌ফ্যাস্ শব্দে বলল,-"খুব খারাপ একটা স্বপ্ন দেখেছি! বড্ড ভয় করছে আমার!"

সবিস্ময়ে আদিত্য বলল,-"ভয়? কিসের ভয়? কি স্বপ্ন দ্যাখ্‌ছ তুমি? কি আশ্চর্য্য, তুমি কাঁপতাছ ক্যান?"
শ্বাসতীর কোমল পৃষ্ঠদেশে মৃদু হস্ত সঞ্চালণ করে বলল,-"দুইর বোকা, স্বপ্ন দেইখ্যা এত্তো ভয় পাওনের কি আছে! স্বপ্ন কখনো সত্যি হয়! কই, কিছুই তো খাইলানা, উঠ!"

গম্ভীর হয়ে শ্বাসতী বলল,-"না, খাবো না! আমার ক্ষিদে নেই!"

-"অভিরে তুলবা না! হেওতো খায় নাই কিছু! নইলে মাঝরাত্রিরে উইঠ্যা ক্ষিদায় কাঁদবো! অড়ে তোলো শীগগীর!"

শ্বাসতী ছ্যান্ ছ্যান্ করে ওঠে, -"দেখছ না, ও' ঘুমোচ্ছে! ওকে টেনে তুললেই এক্ষুণি কেঁদে উঠবে!"

-"বেশ, তা'হলে ঘুমায় পড়!"

কিছুক্ষন থেমে শ্বাসতী বলল, -"এবার যদি গলা টিপে ধরে!"

শুনে চটে যায় আদিত্য। চোখমুখ রাঙিয়ে ধমক দিয়ে ওঠে,-"তুমি কি জাইগ্যা জাইগ্যাই স্বপ্ন দ্যাখো না কি! গলা টিপ্পা ধরব কেডায় শুনি! যত্তসব আজগুবি কথা! সারাদিন ঘরে বইয়া বইয়া মাথাডা এক্কারে গ্যাছে! কি যে চিন্তা-ভাবনা কর, তা ভগবানই জানে!"

পরদিন ঘুম থেকে উঠে সব কেমন ব্যতিক্রম মনে হয় আদিত্যর। একরাতে চোখের নিচে কালি পড়ে গেছে শ্বাসতীর! চোখমুখ শুকিয়ে ওকে পুতুলের মতো লাগছে। বোঝা যাচ্ছে, সারারাত জেগেছিল, সতী একটুও ঘুমোয়নি! কিন্তু কেন? কোন্ দুঃখে? ওকে তো কোনো অভাবে রাখে নি! নিজের ইচ্ছামতো ঘুরছে, বেড়াচ্ছে! ওর সব চাহিদাই পুরন করছে! তা'হলে!

চোখে চোখ পড়তেই নিঃশব্দে সড়ে গেল শ্বাসতী। কিন্তু ওর চাহনিটা কেমন অস্বাভাবিক মনে হলো। তার কিছুক্ষণ পর কানে ভেসে এলো ফিস্‌ফিস্ শব্দ! কার সঙ্গে যেন ফোনে কথা বলছে শ্বাসতী! কিন্তু ফিস্‌ফিস্ করে কেন? কি বলছে ওরা? কি এমন গোপনীয় বিষয় হতে পারে যে আদিত্য জানবে না!

খট্‌কা লাগল আদিত্যর। ব্যাপারটা সন্দেহজনক মনে হলো। নিশ্চয়ই সতীর কোনো চক্রান্ত! ঐ মাইয়াডার লগে কোনো ষড়যন্ত্রই করছে বোধহয়!

আড়ি পেতে শুনলো আদিত্য। শুনেই চমকে ওঠে। বিমূঢ় হয়ে পড়ে। স্তব্ধ হয়ে যায় বিস্ময়ে।-"এ কি, এসব বলছে কি সতী! এমন পৈশাচিক আচরণ, অমানবিক চেতনা ওর এলো কি করে! অযথা সন্দেহ পোষণ করে নিজের স্বামীর বিরুদ্ধেই অপ্রচার? ষড়যন্ত্র? কিন্তু কেন? সাত বছরের বৈবাহিক জীবনে আদিত্যর এতবড় পরাজয়! হে ভগবান, আমি কারে নিয়া সংসার করি! বিগত সাত বছর একলগে বাস কইর‍্যা নিজের স্বামীরে আজও চিনল না, বুঝল না! এত্ত অবিশ্বাস, এত্ত সন্দেহপ্রবণ মন-মানসিকতা!

খারাপ স্বপ্ন, গলা টিপে ধরা, এসবই তা'হলে সতীর ভ্রম! অড়ে আমি মারুম ক্যান! ভুল-ভ্রান্তি সব সংসারেই হয়! এতে দোষের কিছু নাই! পৃথিবীর সব পুরুষ মানুষের রুচীবোধ, চিন্তাধারা,মনোবৃত্তি সমান নয়! ত্যাল ঢাইল্যা নিজের বৌরে যারা পোড়ায়, জানে মাইরা ফ্যালায়, তারা হইল গিয়া অশিক্ষিত, অমানুষ, অত্যাচারী পুরুষ! কিন্তু ঘুমায় ঘুমায় কেউ স্বপ্ন দ্যাখলে, তারে জাগানো যায়! আর জাইগ্যা জাইগ্যা স্বপ্ন দ্যাখলে, তারে কুনোদিনও জাগানো যায় না!"

কিন্তু এসব কথা আদিত্য বলবে কাকে! কাকেই বা বোঝাবে! এ কি বিশ্বাসযোগ্য কথা! এমন ঘটনাও কি সংসারে ঘটে কখনো! যে মানুষ তার হৃদয় নামক বিশাল সাম্রাজ্যের পূর্ণ আধিপত্য সঁপে দিয়ে যাকে সাম্রাজ্ঞী করে রেখেছে, তার প্রতিই এতটুকু আস্থা নেই, ভরসা নেই! তাকেই কি না হেয় করা, নাজেহাল করা, অপদস্থ করা!

হঠাৎ ঘুর্ণিঝড়ের মতো তছনছ করে দিলো আদিত্যর সাত বছরের বাস্তব সংসারের অস্তিত্বকে। দুর্বিসহ করে তুলল ওর আনন্দময় জীবনকে। আজ যেন নিজেকেই অচেনা মনে হয় আদিত্যর। বড় কঠিন আঘাত হানে ওর সুকোমল হৃদয়ে। ভেঙ্গে চৌচির করে দেয়। ওর মতো একজন অনেষ্ট, ইনোসেন্ট পার্সনের প্রতি অহেতুক মিথ্যে অপবাদ দিয়ে কুৎসা রটিয়ে তার অভিব্যক্তিকে অপমান করা, অবমাননা করা, এ গুরুতরো অপরাধ! কখনোই ক্ষমা করা যায় না!

সংকল্প করে, দ্রুত এর একটা বিহীত করা দরকার! জাহির করবে নিজের সততা এবং সত্যতা! তারপর কোনদিন আর সতীর মুখদর্শণ করবে না। কিন্তু ওর প্রবৃত্তি হলো না। কাপুরুষের মতো সামান্য কারণে নিজের স্ত্রী ও অবোধ শিশু পুত্রের কোমল সান্নিধ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হতে আদিত্য পারলো না। পারলো না, সতীকে সাজা দিতে গিয়ে আপন সন্তানকে চিরতরে হারিয়ে সমাজে কলঙ্কিত হতে। বিবেকে বাঁধলো আদিত্যর। অনেক সহ্য ও ধৈর্য্য ধারণ করে শরীরের সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলিকে নিয়ন্ত্রণে রেখে বুকভরা বেদনা নিয়ে বেরিয়ে যায় অফিসে।

কিন্তু অফিসে গিয়েও স্বাভাবিক হতে পারে না। কিছুতেই মনে শান্তি পায় না! তাতে মানসিক চাপ আরো বেড়ে যায়, জটিলতা দেখা দেয়। অথচ সন্ধ্যায় অফিস সেড়ে যথারীতিই বাড়ি ফিরে আসলেও পুঞ্জীভূত বেদনানুভূতির তীব্র দংশন তখনও ওর মস্তিস্কের স্নায়ূকোষে। কিছুতেই মন থেকে অপসারিত করতে পারে না। ক্লান্তি আর ভারাক্রান্ত হৃদয়ে সেই কঠোর পরিবেশ থেকে নিজেকে সরিয়ে এনে বিমূঢ়-ম্লান মুখে চুপচাপ বসেছিল সোফায়।

হঠাৎ অভির কলকাকলিতে মেঘের আড়ালে সূর্য্য ওঠার মতো একফালি হাসির ঝলক দেখা গেল ওর ঠোঁটের কোণে। ততক্ষণে সানন্দে ছুটে আসে অভি। পড়ন্ত বেলার শেষে আদিত্যকে কাছে পেয়ে খিল খিল করে হেসে ওঠে। আদিত্য দুহাত প্রসারিত করতেই সহাস্যে ওর কোলের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

রাত প্রায় দশটা বাজে। অভিকে কোলে নিয়ে আদিত্য তখনও টি.ভি দেখছিল বসে বসে। অভি ঘমিয়ে পড়তেই বিষন্ন গলায় সতীকে বলল,-"পোলা ঘুমায় পড়ছে, অড়ে বিছানায় শোয়ায়ে দাও! আর তুমিও দরজায় খিল দিয়া শুইয়া পড়! খারাপ স্বপ্নও আর দ্যাখবা না! ডরও লাগবো
না!"

শ্বাসতী হ্যাঁ না কিছুই বলল না। মনে মনে অবাক হলেও স্বার্থান্বেষীর মতো হন্‌হন্‌ করে ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়ে বিছানায়। যেন কোনো এক অচেনা, অজানা, অজ্ঞাত পুরুষ। অথচ একবারও ভাবলো না, কি অপরিসীম বুকভাঙ্গা কষ্ট আর উৎকণ্ঠায় সময় যাপন করছে আদিত্য। বুকের পাঁজরখানা ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে!

ওদিকে ঘুমই আসে না শ্বাসতীর। বাতাসের ঝির ঝির শব্দ আর নিশুতি রাতের নিঝুম পরিবেশে ওর মনের ঘরটার একটানা অনেকক্ষণ গাঢ় নিস্তব্ধতায় ডুবেছিল। হারিয়ে গিয়েছিল ওর আপন ভুবনে। হঠাৎ দেওয়ালে টাঙ্গানো বিশাল ঘড়িটার ঢং ঢং শব্দে নীরবতার ছন্দপতন হতেই ফিরে আসে বাস্তবে। কিন্তু কিছুতেই স্বস্তি পায় না। ভিতরে ভিতরে অপরাধবোধের অনুতাপ আর অনুশোচনায় মুমূর্ষ্য হয়ে পড়ে। বিবেকের দংশণে প্রতিনিয়ত নদীর ঢেউএর মতো ফিরে এসে ওকে পীড়া দিতে লাগল। দহন যন্ত্রণায় ওকে কুরে কুরে খেতে লাগল। কি কঠিন এক মুহূর্ত, বড় অসহনীয়!

অবলীলায় দ্বিধা আর দ্বন্ধের কালো ছায়া সড়ে যেতেই চাঙ্গা হয়ে ওঠে শ্বাসতী। মুহূর্তেই অন্তরে পুষে রাখা সমস্ত গ্লানি, অভিমান ঝোরে গিয়ে আদিত্যকে নৈকট্যে লাভের আশায় এক অভিনব ইচ্ছা ওকে উৎসুক্য করে তোলে। একরাশ আকুতি নিয়ে বিছানা ছেড়ে নেমে আসে। নিঃশব্দে দরজা খুলে বারান্দায় পা রাখতেই শিউড়ে উঠল ওর গা।

ভোর রাত্রির হাঁড় কাঁপানো হিমেল হাওয়ায় শীততাপ নিয়ন্ত্রণে ভরে গেছে সারাঘর। জানালার ফাঁক-ফোঁকড় দিয়ে দ্যাখে, পশ্চিম প্রান্তরের বিগন্তজুড়ে নীলাভ জ্যোৎস্নার ঢল নেমেছে আকাশের গায়ে। সেই স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নার মধ্যেই জলছবির মতো জীবন্ত হয়ে উঠতে লাগল, বিগত আনন্দ মুখরিত দিনের স্মৃতিবিজড়িত দিনগুলি। যেন মধ্য রাতের হু হু হাওয়ায় ভাসছে তারই গুঞ্জরণ, ফিস্ ফিস্ শব্দ! যেন কেউ কিছু বলছে! সে এক সুস্পষ্ট গুঞ্জনভরা বাতাস! হৃদয়পটভূমির নির্জন প্রান্তর জুড়ে শুধু ঘুরপাক খাচ্ছে।

হঠাৎ সেই একফালি জোৎস্নার ক্ষীণ মৃদু আলোয় সোফার দিকে চোখ পড়তেই বুকটা ছ্যাঁৎ করে ওঠে শ্বাসতীর। বড় বড় বিষন্ন চোখ মেলে স্বগতোক্তি করে ওঠে,-"এ কি! এতিমের মতো হাত -পা কুঁকড়ে আদিত্য সারারাত সোফাতেই শুয়েছিল! কাঁথা-কম্বল কিছুই তো নেই গায়ে! আর ওর ভ্রুক্ষেপই নেই! কি শান্ত স্নিগ্ধ নিস্পাপ মুখ! যেন কোনো এক দেবতাই শ্বাসতীর আরাধনায় নেমে এসেছে মর্তে, শ্বাসতী তার চরণাধুলো মাথায় ঠেকাতে অস্থিও, মরিয়া হয়ে উঠেছে! আর ওর প্রতিই সন্দেহ পোষণ করে অমানবিকভাবে তাকে কষ্ট দিয়ে দুরত্বের সৃষ্টি করে....! না, না, এ আমি কি করলাম! এ যে মারাত্মক অপরাধ, মহাপাপ! স্বয়ং ভগবানও আমায় ক্ষমা করবে না!"

বুকটা মোচড় দিয়ে উঠল শ্বাসতীর। দৃশ্যটি প্রবল রেখাপাত করে। হৃদয়কেও গভীরভাবে নাড়া দেয়। নিজেকেই প্রকৃত অপরাধী মনে হয়। আর সেই অপরাধবোধের অনুতাপ অনুশোচনায় অশ্রুসিক্ত হয়ে ওঠে। ক্রমান্বয়ে বিবেকের তীব্র দংশণে দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে শ্বাসতী অনেকক্ষণ কেঁদেছে। সেই দহন যন্ত্রণায় মরমে মরমে প্রতিনিয়ত শুধু এটুকুই উপলব্ধি করে, কাল্পনিক চেতনায় আদিত্যর প্রতি ওর ভালোবাসা এবং অন্তরের টান একটুও কমেনি!

অথচ ওর পতিব্রতা, পবিত্রতা ও কোমলতায় ওর এই আকুলতাকে উপক্ষো করে ভালোবাসার ইচ্ছা ও আবেগের তীব্র অনুভূতিগুলিকে কোথায় যে লুকিয়ে রেখেছিল, মনে মনে সংকোচবোধ করলেও সাহসই পাচ্ছে না আদিত্যর সন্নিকটে এগিয়ে যেতে, ওকে স্পর্শ করতে! ইচ্ছে করছে, দৌড়ে গিয়ে পশমাবৃত আদিত্যর উষ্ণ বুকের উপর আছঁড়ে পড়তে, ওকে আলিঙ্গানে জড়িয়ে ধরতে। যে অধিকার নিজের হেয়ালীর মনের ভুলে জটিল সমস্যা সৃষ্টি করে নিজেই হারিয়েছে। কিন্তু মানুষ পরিবর্তনশীল! ভুল মানুষ মাত্রেই হয়! সেই ভুল সংশোধনও করা যায়! করজোড়ে ক্ষমা ভিক্ষে চাইলে আদিত্য নিশ্চয়ই ওকে মাপ করে দেবে! এতখানি নিষ্ঠুর নির্দয় ও' কখনোই হতে পারে না!

ভাবতে ভাবতে ধীর পায়ে এগিয়ে যায় সতী। ঘুমন্ত আদিত্যর চরণদুটি আলতো স্পর্শ করতেই নতুন করে ভালোবাসার তীব্র জাগরণ টের পায়।স্পর্শকাতরতায় শিহরিত হয় ওর সারাশরীর। অনুভব্য হয়, ঠান্ডায় যেন জমে হীম হয়ে গিয়েছে আদিত্য। কোনো অনুভূতিই নেই ওর শরীরে! দ্যাখে বড্ড মায়া হয়। প্রান কেঁদে ওঠে। বিড়বিড় করে বলল,-"ইস্, আহারে, কত কষ্ট দিয়েছি ওকে! অজান্তে কতবার ওর মনে আঘাত দিয়েছি! অথচ কখনো প্রতিবাদ করেনি, আপত্তি, অভিযোগ করেনি! আদিত্য সত্যিই ওকে মনে-প্রাণে ভালোবাসে! ওর ভালোবাসায় এতটুকু খাদ নেই! কিন্তু ও'কি ক্ষমা করবে কোনদিন সতীকে?

সকালে ঘুম ভাঙ্গাতেই আর নড়তে চড়তে পারেনা আদিত্য। চোখ মেলে দ্যাখে, ওকে দুইহাতে আলিঙ্গানে জড়িয়ে ধরে সতী নিশ্চিন্ত মনে অঘোরে নাক ডেকে ঘুমোচ্ছে!

সমাপ্ত

যুথিকা বড়ুয়া : কানাডার টরন্টো প্রবাসী লেখক ও সঙ্গীত শিল্পী ।
jbarua1126@gmail.com